পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

কলিকাতা, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩০০। [১৬ খণ্ড।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

[illegible]রা জলপ্রপাতে প্রতি ঘণ্টায় [illegible] মণ জল নিক্ষিপ্ত হয়।

[illegible] মহারাণী [illegible] পিঁজরাপোলের [illegible]হার্য্যার্থ এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তথায় যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে তাহার মূল্য পাঁচ লক্ষ মুদ্রা।

৬ই জুলাই তারিখে রাজকুমার ডিউক অব ইয়র্ক এবং রাজকুমারী মের সহিত শুভ বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়াগিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বিখ্যাত ভ্রমণকারী কলম্বসের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সাত শতটি জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিন্সেস মের বিবাহ অঙ্গুরীয় ওয়েলস প্রদেশীয় প্রজাগণ কর্ত্তৃক উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। ইহা খাঁটি ওয়েলসের খনিজ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

সম্প্রতি আমেরিকার চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক সহর পর্য্যন্ত টেলিফোণ যন্ত্রের তার স্থাপিত হইয়াছে। এবং তদ্দ্বারা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ঐ উভয় সহর পরস্পর হইতে ৯৫০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই টেলিফোণের তার পৃথিবীর মধ্যে সকল টেলিফোণ অপেক্ষা দীর্ঘ।

কুচবিহারের নববিধান মন্দিরের সাম্বৎসরিক উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আরতি, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব, আনন্দ বাজার, বরণ, নগরকীর্ত্তন সমুদয় সুন্দররূপে হইয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রেরিতগণের মধ্যে কেহ কেহ, ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও আচার্য্যদেবের পরিবার কুচবিহারে গমন করিয়াছিলেন। আনন্দ বাজারে (স্ত্রীলোকদের জন্য) কুচবিহারের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এবং অন্য অন্য পরিবারের মহিলাগণ আহ্লাদের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কুচবিহার
কৃষি প্রদর্শনী।

বৈশাখের শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে এ বৎসর কুচবিহার রাজ্যে একটি বৃহৎ

মেলা হয়। ইহা এখানকার একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। বিহারাধিপতির সুশিক্ষার ফলে রাজ্যে যেমন বৎসর বৎসর অনেক কল্যাণকর অনুষ্ঠান, সুশৃঙ্খলা শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি দেখা যাইতেছে, ইহাও তাহারই আর একটি নিদর্শন।

গত ৯ই মে প্রাতে মেলা খুলিয়াছিল। কুচবিহারস্থ জেঙ্কিন্স্ স্কুলের প্রশস্ত ভবনে প্রদর্শনীর দ্রব্য সজ্জিত হয়, এবং তাহারই নিকটে সমুচ্চ বিস্তৃত নিশান শোভিত সামিয়ানার নীচে বৃহৎ সভা হয়। প্রায় দুই সহস্র লোক সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই কুচবিহার রাজ্যের জমিদার জোতদার বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রজাবৃন্দ এবং রাজকর্ম্মচারী। মহারাণী ও ভদ্র মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল। যথাসময়ে মহারাজা সভায় উপস্থিত হইলেন। সভার সম্মুখে অস্ত্রধারী সিপাহীদল আশাশোটাধারী ও চোপদারগণ তাঁহার অভিবাদনের জন্য সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কমিটির সভ্যগণ তাঁহাকে সামিয়ানার প্রবেশদ্বার হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট চন্দ্রাতপশোভিত উচ্চ আসনে বসাইলেন। মহারাজা আসন গ্রহণ করিলে স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাউইন্ সাহেব কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিলেন। পরে মহারাজার দেওয়ান প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ও উপযুক্ত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর একজন

কুচবিহার
পাঠ করেন।
অনন্তর
উঠিয়া ইংরাজীতে
কয়েকটি উৎসাহকর
লেন। পরে কমিটী
তিনি প্রদর্শনি স্থলে নীত
বিশেষ যত্নের সহিত সমুদায়
লেন; মেলাও খুলিল। কু
মহারাণী এবং তথাকার ভদ্র মহি
জন্য স্বতন্ত্র এক দিন নির্দ্দিষ্ট [illegible]
সে দিবস কুচবিহারস্থ অনেক [illegible]
পরিবারের মহিলাগণ মেলাস্থল শোভিত
করিয়াছিলেন। মেলায় দেখিবার অনেক
দ্রব্য ছিল। দেশজাত দ্রব্য ভিন্ন বাঙ্গালা
দেশের অন্যান্য স্থানে প্রস্তুত দ্রব্য সকলও
প্রদর্শনার্থ রক্ষিত হইয়াছিল। সে দেশীয়
বহু প্রকারের ধান্য কৃষিজাত ফলমূল
ইত্যাদির নমুনা দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ
বুঝিতে পারিলেন কুচবিহারের ভূমি কত
উর্ব্বরা এবং কত প্রকার ফল শস্য ইহাতে
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।
এবং [illegible] কৃষির [illegible] কত
উন্নতি হয়। এই দেশে ১৩২ প্রকারের
"হৈমন্ত" ধান্য এবং ২৬ প্রকারের
আউস ধান্যের চাষ হয়। তদ্ভিন্ন অন্য
অন্য ফল শস্য ও উদ্ভিদ প্রচুর হয়।
একটি দেশজাত ২০ হস্ত পরিমিত মান-
কচু প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত ছিল। ২৯
প্রকারের তামাক এবং ১১ প্রকারের পাট
এদেশে জন্মিয়া থাকে। বোধ হয়

উপযুক্তরূপে কৃষির উন্নতি হইলে সমুদয় বাঙ্গালা দেশে অনেক পরিমাণে ধান্যের অভাব মোচন হইতে পারে। বর্ষার প্রচুর ধারায় স্নাত হইয়া এবং বহু নির্ম্মলসলিলা দূরগামিনী স্রোতস্বতী বক্ষে ধারণ করিয়া কুচবিহার ভূমি স্বভাবতঃই শস্যশালিনী ও সুফলা হইয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্য ভিন্ন দেশীয় লোকের হস্তনির্ম্মিত অনেক পদার্থ মেলায় ছিল। অসভ্য নীচ জাতীয় লোকগণের দ্বারা কত প্রকারের উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাও দেখা গেল। নানা প্রকার মাটীর পুঁতুল, বাদ্যযন্ত্র, হস্তীদন্ত, লৌহ, ও পিতলনির্ম্মিত বস্তু (খেলানা বঁটী দা ছুরি বাসন ইত্যাদি) রেশম, রেশমী বস্ত্র কুচবিহারবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাদের শিল্প নৈপুণ্য ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিতেছে। "এণ্ডি" নামক এক প্রকার মোটা রকম রেশমী কাপড় এ দেশে প্রস্তুত হয়। তাহার প্রস্তুতপ্রণালী এবং বহরমপুর রেশমী বস্ত্র (অথবা গরদ তসর) প্রস্তুতপ্রণালী মেলার স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গুটিপোকা, তাহার বিভিন্ন অবস্থা ও আকার, অবশেষে তাহার পীতবর্ণ রেশমীসূত্রপূর্ণ বাসানির্ম্মাণ, এই সমুদয় পরীক্ষার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত ছিল। সামান্য কীটের বাসাই আমাদের বহু আদৃত রেশমী বস্ত্রের মূলাধার। বিভিন্ন জাতীয় Cocoon প্রদর্শন স্থলে রক্ষিত ছিল। ধন্য কীটের ক্ষমতা! শত ধন্য ভগবানের কৌশল! মুরশিদাবাদের কারিকরগণ এক দিকে দাঁড়াইয়া Cocoon হইতে রেশমী সূত্র বাহির করিতেছে। ফুটন্ত জলে Cocoon গুলি ফেলিতেছে, আর তাহা হইতে সূত্র লইয়া কাঠের ফ্রেমে জড়াইতেছে; প্রতি মিনিটে এরূপে কত সূত্র প্রস্তুত হইতেছে দেশীয় কীটের বসনও দেখিলাম। তাহার রঙ্গ ও সূত্র নীরস রকমের তসরের ন্যায়। দেশীয় কারীকর বসিয়া ঐ সূত্রে বস্ত্র বুনিতেছে। ঐ সকল বস্ত্র কুচবিহারে খুব ব্যবহার হয়।

গুটিপোকার প্রাণ ধারণের প্রণালী বড় আশ্চর্য্য রকম; প্রথমে কীট গুলি গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, পরে আপনার জন্য বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে, যদি অবাধে থাকিতে পায় শেষাবস্থায় মনোহর প্রজাপতির রূপ ধরিয়া বাসা ভগ্ন করিয়া উড়িয়া যায়। প্রজাপতি হইলে আর রেশম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রজাপতি জন্মিবার পূর্ব্বেই রেশম ব্যবসায়ীগণ Cocoon সংগ্রহ করিয়া রেশম সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। বহু যত্নে এই সকল গুটিপোকা দেশে দেশে সংগৃহীত ও রক্ষিত হয়।

মেলার এক স্থানে কুম্ভকারেরা কলসী কুঁজা কলিকা নানা প্রকার মাটীর খেলেনা ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া দেখা-

TORN PAGES

ইতেছে, কোথাও বা পিত্তলনির্ম্মিত গহনা কৌটা ইত্যাদিকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের গিল্টী করিয়া সুরঞ্জিত করিতেছে। এক ঘরে দেশজাত পাট ও তামাক রক্ষিত। এক স্থানে দেশজাত গো ছাগ হংস ইত্যাদি পালিত পশুপক্ষী রক্ষিত। একটি গাভী কামধেনু তুল্য সকল সময়েই দুগ্ধ দান করে।

বহরমপুরের অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র মেলায় দেখা গেল। রৌপ্যনির্ম্মিত নানা দ্রব্যও যথেষ্ট ছিল। মেলা ৬ দিন খোলা ছিল। মেলার সম্মুখস্থ প্রশস্ত ময়দানে জীমনাষ্টিক ইত্যাদি নানারূপ খেলা হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই কৃষিপ্রদর্শনী যেন ভবিষ্যতে দেশের বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধনের পূর্ব্বলক্ষণ হয়।

৮———

ভাবের গগন।

১

অনন্ত সুনীল অই গগন মণ্ডল,
হেরিলে জুড়ায়ে যায় নয়ন যুগল।
কি জানি কি ভাব তায়,
হেরি আঁখি ভুলে যায়,
জানি না কি ভাবে হয় পরাণ বিহ্বল—

২

যখনি উর্দ্ধেতে হেরি অনন্ত গগন,
অমনি খুলিয়া প্রাণ ক্ষুদ্র আবরণ,
অনন্ত হইয়া যায়, ক্ষুদ্রে আর নাহি রয়,
অনন্তে অনন্ত হয়ে করে আলিঙ্গন।

৩

সসীম পরাণে মোর অসীম
কি ভাব দেখায়ে নভঃ লয়রে কা
আপনার মত করি, রেখে দাও তারে ধরি,
বুঝিতে তাহার তত্ত্ব পারি না ভাবিয়া।

৪

হেরিলে গগন কেন নয়ন আমার,
জগতের অন্য কিছু নাহি চায় আর;
কেবল তাহার দিকে,
নিয়ত তাকায়ে থাকে,
ফিরিতে না চাহে কেন জগত মাঝার।

৫

আবার তাহার সনে বাহু দুটী মোর,
জানি না কি হেন ভাবে হইয়া বিভোর,
কাহারে ধরিতে চায়, কিছু নাহি বুঝা যায়,
জানি না কি রহিয়াছে গগন উপর।

৬

দুইটী চরণ দেখি থাকিয়া থাকিয়া,
উঠয়ে তাহার সনে নাচিয়া নাচিয়া;
মুখে হরি হরি বোল স্বভাবতঃ হয় রোল,
আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ হেরি গিয়াছে মাতিয়া।

৭

তাই বলি ওহে নভঃ কি ভাব লইয়া,
জনম তোমার ভবে দাও হে কহিয়া।
কি এ অপূর্ব্ব ভাব,
তব দেহে আবির্ভাব,
কেন প্রাণ ভুলে যায় তোমারে দেখিয়া।

৮

আধার আধেয় কিহে তোমরা দুজন,
একত্রে বিরাজ কিহে করম কারণ;
স্বরূপ কহিয়া দাও, কাহারে লইয়া ব
আবির্ভাব তব দেহে কার অনুক্ষ

টি, সি, এস্

ভবনদীর তীরে।

ভবনদীর তীরে বসিয়া মন, কি ভাবিতেছ? এ নদীর কোথা হইতে আরম্ভ, কোথায় শেষ কে জানে। ইহার বিশালবক্ষে কত জীবনতরী ভাসিতেছে কে সংখ্যা করিবে? কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ, কেহ স্থির, কেহ চঞ্চল। কোন তরী তীরে বাঁধা। কত তরী কোথা হইতে আসিতেছে, আবার কোথায় গিয়া অদৃশ্য হইতেছে কে জানে? স্রোতস্বতীর তরঙ্গায়িত বক্ষে কত তরী আন্দোলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার গর্ভে লুকাইতেছে। হায় মন! ভবনদীর তীরে বসিয়া কি দেখিতেছ? অনেক দেখিলে অনেক শুনিলে। বহুদিন হইতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মন লইয়া কি ইহার তটে অপেক্ষা করিতেছ? ইহার বিচিত্র ক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ ভীত ও স্তম্ভিত হইতেছ কি? তোমার জীবনের বালসূর্য্য কি মধ্যাহ্ন আকাশ অতিক্রম করিয়া জীবনের অপরাহ্নে উপনীত হইতেছে? স্বপ্নবৎ কত ঘটনা ঘটিল, কত কাল কাটিল। হায় মন, আর পশ্চাতে দৃষ্টি করিও না, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আর দেহের বল বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইও না, দেহ ক্ষয়ের জন্য প্রস্তুত থাক। কত সুন্দরী জীবনতরী যে সকল তোমার জীবনতরণীর সঙ্গে ভাসিয়াছিল তীর হইতে খুলিয়া কোথায় চলিয়া গেল আর ফিরিয়া আসিল না। ক্রমে তোমার সঙ্গী বিহীন হইয়া তরণী আরও একাকী হইতেছে। কত তরী তোমার সম্মুখ দিয়া প্রতিক্ষণে স্রোতে ভাসিয়া অদৃশ্য হইতেছে তাহাই কি দেখিতেছ? শৈশবের নির্দ্দোষ ক্রীড়া, যৌবনের সুখ স্বপ্ন, দূরে ফেলিয়া আসিয়াছ সে সকলের জন্য কি খেদ করিতেছ? হায় মন! শৈশব যৌবন বার্দ্ধক্য সকলই অসার, মৃত্যুই সার। মৃত্যু মুখ অতিক্রম না করিলে কেহ সেই মৃত্যুহীন অমর লোকে উপনীত হইতে পারে না। তোমার চৈতন্য হউক। সংসারের অসার আমোদ সুখ বিলাসের প্রলোভনে আর ভুলিও না। এক দিন তোমারও ক্ষুদ্র জীবনতরী খানিও তীর হইতে খুলিয়া ভবনদীর স্রোতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তোমার জীবন যাঁহাদের জন্য সুখময় ছিল, সেই সকল আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের জীবনতরণী ক্রমে ভবনদীর স্রোতে যে ভাসিয়া যাইতেছে তুমি কি একাকী তীরে পড়িয়া থাকিবে?

তুমি যে অনন্ত ধামের যাত্রী ভুলিলে কি? উর্দ্ধে দৃষ্টি কর, অপরাহ্ন সূর্য্যের মৃদু আলোকের সহিত কাহার মধুর দয়ায় তোমার জীবনাকাশ অনুরঞ্জিত, দেখ। কাহার অনন্ত দয়া অনুকূল পবন হইয়া তোমার ক্ষুদ্র জীবনতরী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে একবার দেখিয়া আশ্বাসিত হও। ভবপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। "ভবপারে অনন্ত ধামে মন ছুটে যেতে চায়।"

সুজাতা ও শাক্যের কথা।

মহাবীর শাক্য মুনি যৎকালে ঘোরতর পতস্যায় নিযুক্ত থাকেন, সেই কালে

REPAIRED DOCUMENT

বুদ্ধ গয়ার নিকট নীলঞ্জনা নদীতটে সিনানি নামক একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। সিনানি দুঃখীর বন্ধু ধার্ম্মিক জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ বিত্ত এবং গোধন ছিল। সুজাতা তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী। সেই প্রিয়দর্শনা মধুর ভাষিণী দয়াবতী সরল হৃদয়া সুজাতার সহিত সিনানি পরম সুখে কাল যাপন করিতেন। কোন বিষয়ে তাঁহাদের দুঃখ কিম্বা অভাব ছিল না। কিন্তু এত সৌভাগ্যের ভিতরে থাকিয়াও পুত্র মুখ দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। তজ্জন্য পুত্রহীনা সুজাতা সন্তান কামনায় লক্ষ্মীর নিকট অনেক প্রার্থনা করেন, পূজা উপহার দেন এবং সেই সঙ্গে এই মানস করেন, যে যদি একটি পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নিকটস্থ বনদেবতাকে বিশেষ ভক্তির সহিত তিনি পূজা উপহার প্রদান করিবেন।

কিছু কাল পরে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুজাতার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সন্তান যখন তিন মাসের তখন সুজাতা তাহাকে বক্ষে লইয়া বনদেবতার পূজা দিবার জন্য অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার এক হস্ত বস্ত্রাঞ্চল আচ্ছাদিত সন্তানকে এবং অপর হস্ত মস্তকোপরি দেবভাগ্যে উপহার পাত্র ধারণ করিয়াছিল। সঙ্গে কেবল এক মাত্র দাসী রাধা। রাধা অগ্রে বনমধ্যে দেবতার স্থান পরিষ্কারার্থ গমন করে। তথায় সে হঠাৎ বৃক্ষমূলে সৌম্যমূর্ত্তি নীমিলিত লোচন শাক্যদেবকে দেখিয়া বিস্মিতা হইল। এবং সচকিত ভাবে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, দেখ! দেখ! বনদেবতা কেমন তাঁহার আসনে বসিয়া রহিয়াছেন! আহা জানুপরি যোড়কর; কেমন অপরূপ দৃশ্য! ললাটের চারিদিকে যেন জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। কি শান্ত কি বিরাট রূপ! আহা নয়নদ্বয়ে কি স্বর্গীয় শোভা! দেবদর্শন বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।"

তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে সুজাতা কম্পিত কলেবরে আস্তে আস্তে নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তথাকার ভূমি চুম্বন করিয়া আনত বদনে বলিতে লাগিলেন, "হে মঙ্গলদাতা পবিত্র বনদেবতা, যদি এই দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেখা দিলেন, তবে আমি এই শুভ্র পরমান্ন সেবার্থ আনিয়াছি ইহা গ্রহণ করুন।"এই বলিয়া শাক্যের হস্তে গন্ধ দ্রব্য প্রদানান্তর স্বর্ণপাত্র হইতে পরমান্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা প্রভাবে তৎকালে শাক্যের দেহ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল। এমন কি সময়ে সময়ে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সহসা মধুর পরমান্ন লাভ করিয়া নীরবে বসিয়া তাহা তিনি ভোজন করিতে লাগিলেন। কি মনোহর সেই দৃশ্য! সন্তানকোলে জননী দেবীমূর্ত্তি সুজাতা পার্শ্বে দণ্ডয়মানা হইয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণ পাত্র হইতে শাক্যের হস্তে পরমান্ন দিতেছেন আর তিনি তাহা ভোজন করিতেছেন!

এমনি উপাদেয় বলপ্রদ সে পরমান্ন যে ভোজন করিবামাত্র মহামুনির শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল এবং জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহার কষ্ট গ্লানি ক্ষুধা পিপাসা উপবাসজনিত ক্লান্তি চলিয়া গেল। যেন মরুভূমি বিচরণকারী ক্লান্ত বিহঙ্গের অঙ্গে নবীন পক্ষ সকল সহসা উদ্ভিন্ন হইল। সুজাতা যতই তাঁহাকে পরমান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন শাক্যের মূর্ত্তি ততই সতেজ এবং মুখশ্রী তত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তদনন্তর সেই মহিলা মৃদু মধুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাস্তবিকই কি আপনি দেবতা? এবং আমার এই উপহার কি আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।"

শাক্য উত্তর করিলেন, "ইহা কি সামগ্রী যাহা তুমি আমার জন্য আনিয়াছ?"

সুজাতা। হে পবিত্র পুরুষ! আমাদের গোগৃহে যে সকল দুগ্ধবতী গাভী আছে তন্মধ্যস্থ একশত গাভী দোহন করিয়া যে দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা পুনরায় পঞ্চাশটী গাভীকে পান করাইয়াছি। পরে সেই পঞ্চাশটীর দুগ্ধ পঁচিশটীকে এবং পঁচিশটীর দুগ্ধ বারটীকে পরিশেষে বারটীর দুগ্ধ ছয়টী উৎকৃষ্ট গাভীকে পান করাইয়া তাহা হইতে যে দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলাম সেই দুগ্ধের এই পরমান্ন। সেই দুগ্ধ রজত পাত্রে চন্দন কাষ্ঠের অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহাতে নবভূমিজাত উৎকৃষ্ট বীজোৎপন্ন পরিশুদ্ধ তণ্ডুল মিলাইয়া আন্তরিক যত্নে রন্ধন করিয়াছি। কারণ, ইহা দেবতার ভোগ, এবং পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় আপনার এই বৃক্ষতলে ইহা পূজার্থ দান করিব এইরূপ মানস করিয়াছিলাম। এক্ষণে বাঞ্ছিত পুত্র ধন আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়াছে, সেইজন্য আনন্দের সহিত আপনার পূজা দিতে আসিয়াছি।

পরে বুদ্ধদেব অঞ্চলাচ্ছাদিত মাতৃবক্ষস্থিত সেই শিশুর আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "তোমার আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক! এবং ইহার জীবনভার লঘু হউক! কেন না, তুমি আমাকে সাহায্য দান করিলে। কিন্তু আমি দেবতা নহি, তোমার একজন ভাই, পূর্ব্বে ছিলাম রাজপুত্র, এক্ষণে পরিব্রাজক। এই ছয় বৎসর কাল এখানে ক্রমাগত জ্ঞানালোক অন্বেষণ করিতেছি। সমস্ত মানবকুলের অন্ধকারকে আলোকিত করিবার জন্য কোন স্থানে সেই আলোক সমুজ্জলিত আছে। সেই আলোক আমি প্রাপ্ত হইব। যখন হে ভগিনি! তোমার প্রদত্ত পবিত্র আহার দ্বারা আমার শ্রান্ত দুর্ব্বল দেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে তখন সেই শুভ উষা নিকটবর্ত্তী। মানুষ যেমন জন্ম জন্মান্তরে ক্রমে নিষ্পাপ হয়; তেমনি বহু গাভী প্রসূত এই দুগ্ধ আমাকে প্রাণ দান করিল। তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করি, কেবল জীবন

ধারণই কি যথেষ্ট মনে হয়? জীবন এবং প্রেম ইহাই ক সর্ব্বস্ব?"

সুজাতা বলিলেন, "হে পূজ্যপাদ দেব! আমার মন অতি ক্ষুদ্র, অল্পেতেই ইহা পূর্ণ হয়। আপনার আশীর্ব্বাদ এবং আমার এই সন্তানের হাস্যমুখ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, ইহাতে আমার গৃহাশ্রমকে আনন্দময় করিল। গৃহকার্য্যের চিন্তায় পরিপূর্ণ আমার দৈনিক জীবন অত্যন্ত সুখকর। সূর্য্যোদয়ে আমি জাগিয়া দেবতাদের মহিমা গান করি, জীবদিগকে অন্ন দান, এবং তুলসী বৃক্ষের সেবা করি, গৃহের পরিচারিকাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখি। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে যখন আমার স্বামীদেব আমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া থাকেন, তখন আমি মৃদু সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাকে সোহাগ করি এবং বীজন ব্যজন করি। পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভোজন করাইবার জন্য আমি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া পৃষ্টক দ্বারা তাঁহার সেবা করি। তদনন্তর রাত্রিকালে যখন আকাশমণ্ডল নক্ষত্রালোকে আলোকিত হয় তখন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প স্বল্প করিয়া নিদ্রা যাই। এইরূপ যে সৌভাগ্যশালিনী আমি, স্বামীর স্বর্গভোগের উপায় স্বরূপ পুত্র সন্তান গর্ভে ধরিয়াছ এমন ভাগ্যবতী যে আমি, আমি কেন সুখী হইব না? কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, পথিকদিগকে ছায়া দানের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে, জীবের শান্তির জন্য জলাশয় খনন করিয়া দিলে, পুত্র সন্তান উৎপাদন করিলে, মৃত্যুর পর এ সকল দ্বারা শুভ ফল হয়। শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে তাহাই আমি গ্রহণ করি। কেন না, যাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, যাবতীয় শান্তি এবং পুণ্যের পথ এবং গাথা মন্ত্র যাঁহারা অবগত ছিলেন, সেই প্রাচীন মহাজনদিগের অপেক্ষা আমিত জ্ঞানী নহি। তদ্ব্যতীত আমি ইহাও জানি যে ভাল করিলে ভাল, মন্দ করিলে মন্দ হয়;—নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সকলের পক্ষে এ কথা সঙ্গত। আরো আমি দেখিয়াছি উত্তম বৃক্ষ হইতে উত্তম সরস ফল, এবং বিষ বৃক্ষ হইতে তিক্ত ফল হয়। এবং ইহ জীবনেই বিদ্বেষ হইতে ঘৃণা, দয়া হইতে বন্ধু, ধৈর্য্য হইতে শান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন তাঁহার ইচ্ছা হবে আমরা মরিব, এবং তখন কি এরূপ মঙ্গল ঘটিবে না যেমন এখন ঘটিতেছে? বরং ইহা অপেক্ষা বেশী! যেহেতু দেখিতে পাই, একটা শস্য কণিকা হইতে মুক্তা সদৃশ পঞ্চাশটী শস্য কণিকা উৎপন্ন হয়। হে মহাত্মন! আমি জানি, অনেক দুঃখও বহন করিতে হইবে। ধূলায় মুখ লুকাইতে হইবে। যদি আমার এই শিশু সন্তানটী আমার অগ্রে প্রাণ ত্যাগ করে, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহা হইলে মৃত শিশু বক্ষে ধরিয়া আমাকে আমার স্বামীর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু

যদি আমার স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, আমি তাঁহার মস্তক কোলে লইয়া চিতানলে সহমরণে আনন্দ মনে প্রবেশ করিব। কারণ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি স্ত্রী এইরূপে সহমৃতা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রেম স্বামীকে—স্ত্রীর মাথায় যত চুল আছে প্রত্যেক চুলের গণনানুসারে—কোটী কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করাইবে। অতএব আমি কোন প্রকার ভয় করি না। এবং সেই জন্য হে পবিত্র পুরুষ! আমার জীবন আনন্দময়। তথাপি আমি কোন প্রকারে দুঃখী আর্ত্ত, হতভাগ্য এবং দুষ্টমতি লোকদিগকে ভুলিয়া থাকি না। দেবতারা তাহাদিগকে কৃপা করুন! যাহা কিছু মঙ্গল তাহা আমি বিনম্রভাবে সাধন করি, শাস্ত্র বিধির অনুগত হইয়া চলি; এই বিশ্বাস করি, যে যাহা কিছু ঘটিবে তাহাতে আমার ভালই হইবে।"

সুজাতার সরল বিশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন, "ভদ্রে! যাহারা শিক্ষা দেয় তুমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে। তোমার এই সরল সহজ জ্ঞান উচ্চতর জ্ঞান। না জানিয়া এবং এইরূপে আপনার সত্য পথ এবং কর্ত্তব্য অবগত হইয়া তুমি সুখী হও। হে কুসুমকামিনী, তুমি উন্নত হও! সত্যের তীব্র মধ্যাহ্ন জ্যোতি তোমার ন্যায় কোমল পত্রের জন্য নহে, তাহার জন্য অন্যবিধ সূর্য্যালোক প্রয়োজন। তুমি আমাকে পূজা করিয়াছ, আমি তোমাকে পূজা করি। হে অত্যুৎকৃষ্ট হৃদয়! কপোত যেমন প্রেমের টানে আপনার বাসার দিকে উড়িয়া যায়, অজ্ঞাতসারে তেমনি তুমি জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ। মনুষ্যের কেন যে আশা আছে তাহা তোমাকে দেখিলে বুঝা যায়। তুমি চিরসুখশান্তিতে বাস কর। তুমি যেমন স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি। যাহাকে তুমি দেবতা মনে করিয়াছিলে তিনি তোমার শুভ ইচ্ছার ভিখারী।"

সুজাতা বিস্মিত ব্যাকুল লোচনে বলিলেন, "কি আপনি বলিলেন, আমি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছি তেমনি আপনি হইতে চাহেন!" সেই সময় সুজাতার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানটী বুদ্ধদেবের পানে হাত বাড়াইয়া যেন তাঁহাকে আপনার দলস্থ জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল। অতঃপর মহামুনি শাক্যদেব সুজাতাপ্রদত্ত পবিত্র পরমান্ন ভোজনে বল লাভ করত ধীরে ধীরে উঠিয়া বোধীবৃক্ষের দিকে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। এই বৃক্ষমূলে তিনি জগদ্বিজয়ী মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন। সিদ্ধি লাভ কামনায় প্রশান্তভাবে মৃদুপাদ বিক্ষেপে তিনি সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

REPAIRED DOCUMENT

সোরাব ও রস্তম্।

অক্সস্ নদ পারে প্রশস্ত বেলা ভূমির একপার্শ্বে তাতারগণের বিস্তৃত শিবির এবং অপর পার্শ্বে বিপক্ষ পারস্য সেনানিবেশ স্থাপিত। উভয় পক্ষে সংগ্রাম হইবে। তাতার শিবিরে সকলই নিদ্রিত। পূর্ব্বাকাশে ঊষার মৃদু আলোক সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। কেবল যুবা সোরাবের চক্ষে নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রি সে এই ভাবে কাটাইয়াছে। রজনী শেষ হইবার লক্ষণ দেখিয়াই অস্থিরপদে অসংখ্য সেনাপূর্ণ সেই শিবির সকল অতিক্রম করিয়া প্রবীন সেনানায়কের শিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরে তরুণ বয়স্ক সোরাবের তুল্য বীর সাহসী ও যোদ্ধা অতি অল্পই আছে। অতি তরুণ বয়সে সোরাব রাজার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই অবধি সে বিপক্ষ পারসীকদিগের সহিত সংগ্রামে শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইয়া তাতাররাজকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং সকলেরই প্রিয় হইয়াছে।

প্রাচীন সেনানায়ক তখনো নিদ্রিত। সোরাবের পদশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? শত্রু শিবির হইতে কি কোন সংবাদ আসিয়াছে?" সোরাব উত্তর করিল "হে সেনাপতি আমি সোরাব। এখনো সূর্য্য উদয় হয় নাই শত্রুগণ নিদ্রিত। কিন্তু আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। তোমাকে আমি পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, তাই পরামর্শ ও উপদেশের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি জান বালক কাল হইতে আমি তাতার দেশে আসিয়া তোমাদের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া অনেক যুদ্ধে শত্রুদের পরাজয় করিয়াছি। কিন্তু আমার অপরিচিত পিতা বীর রস্তমের সাক্ষাতের জন্যই আমার প্রাণ সর্ব্বদা অস্থির। আমি ভাবিয়াছিলাম কোন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার অনুসন্ধান পাইলাম না। হে সেনাধ্যক্ষ, তুমি আজ আমার একটি অভিলাষ পূর্ণ কর। আজ যুদ্ধ রহিত থাকুক। আমি একাকী পারসীক শিবিরের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করি। রস্তম্ যদি শিবিরে উপস্থিত থাকেন হয়ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। নতুবা আমি যদি জয় লাভ করি তাঁহার কর্ণে সে সংবাদ যাইবে। আর যদি সংগ্রামে পতিত হই, মৃতের আর পিতার অন্বেষণ প্রয়োজন হইবে না।" প্রাচীন সেনানায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোরাবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন "বৎস সোরাব, তোমার মন বড় অশান্ত। তাতার রাজ্যে তোমার কি মন স্থির হয় না? এখানে তুমি সকলেরই প্রিয়। কেন তুমি অনর্থক দ্বন্দযুদ্ধ করিয়া অপরিচিত পিতার অন্বেষণে আপনাকে সর্ব্বদা বিপদগ্রস্ত কর? বৃথা চেষ্টায় বিপদ আহ্বান না করিয়া তুমি কেন আমাদের সঙ্গে সন্তুষ্ট

চিত্তে বাস কর না? আর যদি একান্ত সঙ্কল্প করিয়া থাক পিতার অন্বেষণ করিবে, তবে আমি বারবার অনুরোধ করিতেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে রস্তমের সন্ধান করিও না। শান্তিতে তাঁহার অনুসন্ধান কর। অক্ষত শরীরে পিতার সহিত তোমার যাহাতে মিলন হয় তাহাই কর। রস্তমের সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইবে না। আমার যুবা বয়সে রস্তম্‌কে যেমন সকল যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে দেখিতে পাইতাম এখন আর পাই না। হয়ত বার্দ্ধক্যের আগমনে মহাবীর রস্তম্ হীনবল হইতেছে, নতুবা পারস্যের রাজার সহিত বিবাদ হইয়া থাকিবে। কারণ এখন যুদ্ধক্ষেত্রে রস্তমের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সে বোধ হয় অস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্বদেশে তাহার বৃদ্ধ পিতার সহিত শান্তিতে বাস করিতেছে। তুমি সেখানে তাহার অন্বেষণ কর। আমার আশঙ্কা হইতেছে এ দ্বন্দযুদ্ধে তোমার জন্য বিপদ প্রতীক্ষা করিতেছে। সোরাব এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন সেনাপতি দুঃখিত চিত্তে সোরাবের অভিলাষ পূর্ণ করিতে গমন করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য সুসজ্জিত অশ্বারোহী তাতার সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনাবৃত নদীতীর অধিকার করিল। সূর্য্য কিরণে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রতিফলিত হইতে লাগিল। প্রশস্ত নদীবক্ষ ও তাহার তীরস্থ বালুকা রাশিও সে কিরণে প্রতিফলিত হইয়া ঝকমক করিতে লাগিল। অপর দিকে শস্ত্রধারী পারসীক সেনাশ্রেণী বাহির হইল। তাতার সেনানায়ক রাজদূতকে সঙ্গে লইয়া সেনাদলের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইলেন এবং বিপক্ষ পক্ষীয় সেনানায়কগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পারসীক ও তাতার যোদ্ধাগণ শ্রবণ কর। আজ উভয় দলে যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক। সোরাব পারসীকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে একাকী দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। সেই দ্বন্দযুদ্ধই আজ হউক।" সোরাবের নামে সমুদয় তাতার সেনাশ্রেণীর হৃদয়ে উৎসাহ বীরত্বের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সোরাবের সহিত একাকী দ্বন্দযুদ্ধের নামে পারসীকগণ মহা ভয় পাইল। সেনানায়কগণের কাহারও এমন সাহস নাই একাকী সোরাবের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। তাহারা সোরাবের বীরত্বের পরিচয় অনেক পাইয়াছে। তখন সেনানায়কগণ একত্রিত হইয়া যুক্তি করিতে লাগিল কিরূপে এ যাত্রায় মান রক্ষা হইবে, যুদ্ধের আহ্বান না শ্রবণ করিলে অত্যন্ত অপমান। অবশেষে একজন বলিল "মানরক্ষার জন্য এ আহ্বান আমাদের শুনিতেই হইবে। কিন্তু আমাদের শিবিরে এমন বীর দেখি না যে একাকী সোরাবের প্রতিদ্বন্দী হইবে। কিন্তু কল্য রস্তম্ আসিয়াছে, সে আপনার সেনাদল লইয়া পৃথক শিবিরে অসন্তুষ্টভাবে আছে। আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বিমুখ। হয়ত অনেক অনুরোধ করিলে দ্বন্দযুদ্ধে সম্মত হইবে।" এই যুক্তির পর পারসীক সেনাদলের

অধিনায়ক দ্বন্দযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিলেন।

রস্তম্ প্রথমে সেনানায়কদের অনুরোধে দ্বন্দযুদ্ধ করিতে অসম্মত হইলেন। বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না অন্য যুবা যোদ্ধাদের পাঠাও। রাজার নিকট এখন যুবকদেরই আদর অধিক।" সেনানায়ক বলিলেন "যদি তুমি যুদ্ধে যাইতে অসম্মত হও লোকে যলিবে রস্তম্ কৃপণের ন্যায় আপনার বীরত্বের যশ লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে এবং যুবাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করে না" রস্তমের বীরত্ব তখন উত্তেজিত হইল; তিনি বলিলেন "তোমরা জান যে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমি ভীত নহি। সকলেই মরণশীল আমারও মৃত্য আছে। আমি তোমাদের অনুরোধে দ্বন্দযুদ্ধ করিব, কিন্তু আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়। লোকে যেন না বলে, দ্বন্দযুদ্ধে রস্তমের কেহ প্রতিদ্বন্দী আছে।" পারসীক সেনানায়ক সম্মত হইলেন। রস্তম্ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনুচরগণ আসিয়া তাঁহাকে লৌহবর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিল. তিনি অজ্ঞাতভাবে চলিলেন। অস্ত্র শস্ত্রে নিজের নাম বা কোনরূপ নিদর্শন রাখিলেন না। যোর্দ্ধৃবেশ ধরিয়া প্রিয় অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি পারসীক শিবিরে গমন করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বীর বেশে সজ্জিত দেখিয়া মহা আহ্লাদে অভ্যর্থনা করিল। কেন না রস্তম্ সমগ্র পারসীকগণের গৌরব স্বরূপ।

রস্তম্ পারসীক্ শিবির সম্মুখে অগ্রসর হইলেন সোয়ারও বীরবেশে তাতার শিবির হইতে অগ্রসর হইলেন পার্শ্বে স্রোতস্বতী অক্সস নদী প্রবাহিত হইতেছে। দুই বীরের পশ্চাতে প্রশস্ত বেলা ভূমির দুই দিকে অগণ্য শস্ত্রধারী সেনা শ্রেণী নিশ্চল ভাবে অবস্থিত। মধ্যে বীরদ্বয় যোর্দ্ধৃবেশে দণ্ডায়মান। সোরারের সুন্দর আকৃতি তরুণ বয়স সুগঠিত ক্ষীণ তনু দেখিয়া অজ্ঞাতভাবে রস্তমের হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি হস্ত সঙ্কেতে সোরাবকে নিকটে আহ্বান করিয়া সস্নেহ ভাবে বলিলেন "হে যুবা, পৃথিবী অতি সুন্দর, জীবন মানুষের বড় প্রিয়। তুমি কেন ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছ? দেখ আমার দেহ, বলিষ্ঠ ও বর্ম্মাবৃত। আমি যে দিন সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছি সে দিন কখনও পরাজয় হয় নাই। যে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি সে কখন প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যায় নাই। সোরাব্ আমার পরামর্শ শোন। তুমি তাতার শিবির ত্যাগ কর। পারস্য দলে আগমন কর। পুত্র তুল্য আমি তোমাকে পালন করিব। আমার সঙ্গে থাকিয়া তুমি সংগ্রাম করিও। ইরাণ দেশে তোমার তুল্য সাহসী যুবা নাই।" মহাবীর রস্তমের বাৎসল্যপূর্ণ স্বর শুনিয়াও সুদীর্ঘ উন্নত দেহ, বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিয়া সোরাবের মনে আশার সঞ্চার হইল। সে দ্রুতপদে অপরিচিত পিতার নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাঁহার

জানু আলিঙ্গন করিয়া করযোড়ে মিনতি করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল "হে অজ্ঞাত বীর, তোমার পিতার শপথ, তোমার শপথ, বল, তুমি কে? তুমি কি রস্তম্? বল তুমি কে?"

যুবার প্রশ্ন ও ব্যগ্রভাব দেখিয়া রস্তমের ভাব পরিবর্ত্তন হইল, মনে সন্দেহ হইল তিনি মনে করিলেন "ধূর্ত্ত তাতার যুবা কৌশলে আমার পরিচয় লইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবে এবং আমার সহিত সদ্ভাব করিয়া আপন শিবিরে ফিরিয়া গিয়া তাতার রাজ্যে গিয়া দম্ভ করিবে, পারসীক শিবিরে রস্তম্ ভিন্ন কেহ আমার সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই, কেবল মাত্র রস্তম্ আমার প্রতিদ্বন্দী হইতে সাহসী হইয়াছিল।"

এইরূপ ভাবিয়া রস্তম্ কঠোর স্বরে বলিলেন "যুবক, কেন বৃথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? হয় আমার নিকট পরাজয় স্বীকার কর, নতুবা যুদ্ধ কর। তোমার কি এত সাহস, যে রস্তম্ বিনা আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না? নির্ব্বোধ বালক, যুদ্ধ করা দূরে থাকুক লোকে রস্তম্কে দেখিয়াই পলায়ন করে। যুদ্ধ করিতে হয় না। আমি যে হই না কেন, হয় দম্ভ ছাড়িয়া পরাজয় মান, নতুবা তোমার মৃতদেহ শীঘ্রই এই অক্সস্ নদী স্রোতে ভাসিবে"। সোরাব তখনও ধীরভাবে বলিল আমি স্ত্রীলোক নহি যে কথায় ভয় পাইব। সত্য বলিয়াছ, তুমি যদি রস্তম্ হইতে যুদ্ধের আর প্রয়োজন হইত না। কিন্তু রস্তম্ বহু দূরে। তবে যুদ্ধ আরম্ভ কর। সত্য বটে তুমি আমা অপেক্ষা বলবান রণকুশল ও বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু জয় পরাজয় ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ কেহই নিজের ভাগ্য জানে না। কে জানে কাহার ভাগ্যে মৃত্যু আছে, কাহার অদৃষ্টে জয় লাভ আছে?"

পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রস্তম্ আক্রমণ করেন যুবা আত্মরক্ষার্থ কেবল অস্ত্র ধারণ করে। দৈবাৎ রস্তম্ অস্ত্র হস্তে যুবাকে আক্রমণকালে ক্ষণকালের জন্য বালুকারাশির উপর পতিত হইলেন, ইচ্ছা করিলে সোরাব তাঁহাকে এই অসার অবস্থায় আক্রমণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া ধীর ভাবে বলিল "দেখ তোমার অস্ত্রে আমি অক্ষত আছি। ক্রুদ্ধ হইও না, ভূমি হইতে গাত্রোত্থান কর। তোমাকে দেখিয়া আমার মনে কোন আক্রোশ হইতেছে না। তুমি বলিতেছ তুমি রস্তম্ নহে। তবে তুমি কে, তোমাকে দেখিয়া কেন আমার প্রাণ এত আকুল হইতেছে? আমি যদিও বয়সে বালক, কিন্তু অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, অনেক লোকের মৃত্যুর আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি। কিন্তু কখন আমার মন এত চঞ্চল হয় নাই। আমার মনের এরূপ ভাব কি ঈশ্বরদত্ত নহে? হে বীর শ্রেষ্ঠ, চল আমরা উভয়ে স্বর্গের নিকট পরাভব মানি। অস্ত্র শস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উভয়ে বন্ধুতা করি। এবং আমি

তোমার মুখে রস্তমের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করি। হে বীরবর তাতার ও পারসীক শিবিরে অনেক বীর আছে যাহাদের সহিত আমরা উভয়ে যুদ্ধ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিব, কিন্তু আমি মিনতি করিতেছি, আমাদের উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন হউক।"

ততক্ষণে রস্তম্ বালুকা মধ্য হইতে ধূলিধূসরিত অঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়াছেন ক্রোধে ও অপমানে রস্তমের সর্ব্বাঙ্গ কাপিতেছে; চক্ষু প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ঘৃণার স্বরে বলিলেন "ধূর্ত্ত বালক, মিষ্ট কথায় ভুলাইতেছিলে। তোর মিষ্ট কথা তাতার দেশীয় যুবতী স্ত্রীলোকদের জন্য থাকুক। এখন যুদ্ধ কর, তোর প্রতি যে টুকু দয়া আমার হৃদয়ে ছিল লোপ হইয়াছে। শান্তি সন্ধির কথা আর মুখে উচ্চারণ করিস্ না।"

রস্তমের ঘৃণা বাক্যে সোরাবের বীরদর্প জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে অসি হস্তে মহাবেগে উভয়কে আক্রমণ করিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ অসির ঝণ্ ঝণা ভিন্ন আর কিছু শ্রুত হইল না। উভয়ে উভয়ের প্রাণ সংহারের জন্য ব্যগ্র, হঠাৎ সূর্য্য মেঘাবৃত হইল। প্রবল বায়ু বহিল। বালুকারাশি উড়িয়া চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিল। ঠিক যেন সূর্য্যদেব পিতা পুত্রের এই অস্বাভাবিক যুদ্ধ দেখিয়া মুখ ঢাকিলেন। যুদ্ধ আরও ভীষণ হইল; অন্ধকার আরও গভীর হইল। আশ্চর্য্য! চারি দিকে প্রশস্ত বেলা ভূমি সূর্য্য কিরণে উজ্জল, নদীবক্ষ স্থির ও শান্ত, কেবল মাত্র যোদ্ধাদ্বয় তিমিরাবৃত; তাহাদের মস্তকোপরি সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতে তাঁহাদের চারি দিক পূর্ণ। সোরাবের তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে রস্তমের শিরস্ত্রাণ ভেদ হইল, কিন্তু বর্ম্মাবৃত মস্তকে আঘাত লাগিল না। কঠিন শিরস্ত্রাণে বারবার আঘাত করিয়া অবশেষে সোরাবের অসি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। তখন রস্তম্ অসি ফেলিয়া বর্ষা হস্তে দ্বিগুণ বেগে "রস্তম্" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে হুঙ্কার করিয়া সোরাবকে আক্রমণ করিলেন।" রস্তম এই নামের অজ্ঞাত পিতৃ নামের ধ্বনিতে সোরাবের হৃদয় মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইল। তিনি চমকিত হইয়া রহিলেন; হস্ত হইতে অজ্ঞাতসারে অস্ত্র ও চর্ম্ম ভূপতিত হইল। অবাধে রস্তমের তীক্ষ্ণফলক বর্ষাগ্রে সোরাবের অরক্ষিত দেহ বিদ্ধ হইল। সে সাংঘাতিক আঘাতে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। সংগ্রামও থামিল। চারিদিকের অন্ধকার দূর হইল। বায়ু স্থির হইল। মেঘ লুকাইল। এবং সূর্য্য কিরণ দ্বিগুণ জ্যোতিতে প্রকাশ পাইল।

দুই পক্ষীয় সেনাদল দূর হইতে সভয়ে দেখিল রস্তমের উন্নত দেহ সদর্পে দণ্ডায়মান। আর সোরাব রক্তাক্ত দেহে ভূমিতলে পতিত।

তখন রস্তম্ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে সোরাবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সোরাব,

তুই যে মনে করিয়াছিলি দ্বন্দযুদ্ধে পারসীক যোদ্ধাকে পরাজয় করিয়া তাতার শিবিরে যশ লাভ করিবি তাহা আর হইল না। তুই যে আশা করিয়া ছিলি রস্তম্‌কে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়া মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবি এবং স্বদেশে গিয়া পিতার কাছে আত্মগৌরব করিবি সে আশাও পূর্ণ হইল না। নির্ব্বোধ, তুই নিজের দোষে একজন অজ্ঞাত যোদ্ধার হাতে হত হইলি। তোর যত্নে পালিত দেহ এখন বন্য পশুর ভক্ষ্য হইবে।"

সোরাব নির্ভীক স্বরে উত্তর করিল "হে অপরিচিত দাম্ভিক যোদ্ধা তোমার গর্ব্ব মিথ্যা। তোমার সাধ্য ছিল না আমাকে বধ করিতে। যদি কেহ আমাকে পরাজয় করিয়া থাকে তবে সে রস্তম্। রস্তমের প্রিয় পূজ্য নামেই আমার বাহু তৎকালে হীনবল হইয়াছিল, অস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়াছিল। অস্ত্রহীন যোদ্ধাকে তুমি বধ করিয়াছ। নতুবা তোমার ন্যায় দশজন বীর আসিলেও আমাকে পরাজয় করিতে পারিত না। এখন তুমি ঘৃণা ও দম্ভ করিতেছ। কিন্তু শোন, শুনিয়া ভয়ে কম্পিত হও। মহাবীর রস্তম্ আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেন। তিনি আমার পিতা আমি বহু দিন হইতে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি। তিনিই তোমাকে দণ্ড দিবেন।"

সোরাবের বাক্যে রস্তমের চেতনা হইল না। তিনি যে স্বহস্তে পুত্র হত্যা করিয়াছেন তখনও জানেন না। অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন "তুমি প্রতিশোধের কথা কি বৃথা বলিতেছ। মহাবীর রস্তমের পুত্র সন্তান নাই।"

ক্ষীণস্বরে সোরাব বলিল "আমি তাঁহারই পুত্র। আমার এইরূপে মৃত্যুর সংবাদ এক দিন অবশ্যই তাঁহার কর্ণে যাইবে। তখন অবশ্যই তিনি অস্ত্র লইয়া একমাত্র পুত্রের শোকে অধীর হইয়া আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেন। সাবধান হও। কিন্তু হায় আমি আমার দুঃখিনী মাতার জন্য শত গুণে ভাবিতেছি। তাঁহার শোক আর কত গুণ অধিক হইবে। তিনি বহু দূরে কূর্দ্দিস্থানের রাজা, তাঁহার বৃদ্ধ পিতার আলয়ে বাস করিতেছেন আর আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর তিনি ইহ জন্মে সোরাবকে দেখিবেন না। আর জয়শ্রী লইয়া সোরাব তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইবে না। বহু দিন পরে মাতা জনরব শুনিবেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র সোরাব অক্সস্ নদীতীরে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে। হায় তখন কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে?"

এই বলিয়া সোরাব নীরব হইল। মাতার কথা ও আপনার তরুণ জীবনের পরিণাম ভাবিয়া সোরাবের চক্ষু হইতে শতধারে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় রস্তমের হৃদয়ে বহু দিনের স্মৃতি জাগরিত হইল। বহু দিন

পূর্ব্বে তিনি কূর্দ্দিস্থানের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই রাজকন্যার গর্ভে সোরাবের জন্ম। পুত্রের জন্মের সময় তিনি স্থানান্তরে ছিলেন। এবং সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার কন্যা হইয়াছে। স্বামী সর্ব্বদা বহুদূরে যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত। যদি আবার পুত্রটিকেও রস্তম্ যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত করিয়া মাতার নিকট হইতে লইয়া যান সেই ভয়ে দুঃখিনী জননী স্বামীর নিকট মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। রস্তম্ জানেন তাঁহার পুত্র নাই। সুতরাং সোরাবের বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু বহু দিন পরে পুরাতন প্রেমের স্মৃতি আসিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার কঠোর হৃদয় আর্দ্র করিল, এবং মনে হইল যদি তাঁহার পুত্র সন্তান হইত সোরাবের তুল্যই তরুণ বয়স্ক ও সুন্দর হইত। অশিক্ষিত মালীর হস্তে কর্ত্তিত সুন্দর পুষ্পিত বৃক্ষ শাখার ন্যায় সোরাবের সুন্দর তনু-বালুকা শয্যায় শয়ান দেখিয়া রস্তমের প্রাণ ব্যথিত হইল। তিনি কোমল কণ্ঠে বলিলেন "সোরাব তুমি রস্তমের প্রিয় পুত্র হইবার যোগ্য বটে। কিন্তু তোমার ভ্রম হইয়াছে রস্তম পুত্রহীন। লোকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে তুমি রস্তমের পুত্র। রস্তমের পুত্র নাই। একটি কন্যা মাত্র আছে। সে হয়ত এখন তাহার মাতার নিকট।"

ক্রমে মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরিচিত যোদ্ধার সন্দেহে সোরাবের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি এক হস্তে ভর দিয়া মস্তক তুলিলেন এবং কঠোর স্বরে বলিলেন "তুমি কে যে বারবার আমার কথায় সন্দেহ করিতেছে! জান না কি যে মৃত্যুকালে মানুষ মিথ্যা বলে না? আমি জীবন্তে কখন মিথ্যার আশ্রয় লই নাই। এই দেখ যদি এখনো অবিশ্বাস থাকে আমার বাহুতে রস্তমের প্রদত্তশীল মোহর আমার মাতা রস্তমের অনুমতিতে এই নিদর্শন আমার বাহুতে অঙ্কিত করিয়াছেন!" সেই নিদর্শন দেখিয়া রস্তমের আর সন্দেহ রহিল না, তিনি বর্ম্মাবৃত হস্তে নিজ বক্ষে আঘাত করিতে লগিলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ বাক্যহীন হইয়া রহিলেন; পরে আর্ত্ত নাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হায় বালক আমিই তোমার দুর্ভাগা পিতা" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মহাবীর রস্তম্ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

পিতার পরিচয় পাইয়া সোরাব মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া অচেতন পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাকে চেতন করিতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। চৈতন্য পাইয়া রস্তম্ অধীর ভাবে নিজ মুখ মস্তক ও দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মস্তকের কেশ ছিন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার

বিশাল দেহ শোকোচ্ছ্বাসে কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কোষ হইতে অসি খুলিয়া নিজ প্রাণ নাশে উদ্যত হইলেন। সোরাব পিতার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পরে সুমিষ্ট সান্তনা বাক্যে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পিতা স্থির হও। শান্ত হও। অদৃষ্ট লিপি খণ্ডন হয় না। আমার যাহা ভাগ্যে ছিল হইয়াছে। যখন প্রথমে তোমাকে দেখিলাম আমার অজ্ঞাতসারে মনে হইল তুমি আমার পিতা। তোমার মনেও আমার প্রতি দয়া স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য দোষে সে ভাব লোপ হইল। অদৃষ্টক্রমেই এই যুদ্ধ হইল; এবং অদৃষ্ট দোষেই আমি আমার পিতার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলাম। এ সকল কথা বলা বৃথা। আমি আমার পিতাকে পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট। পিতঃ আমার আরও নিকটে আসিয়া আমার পার্শ্বে এই মৃত্তিকা শয্যায় উপবেশন কর। তোমায় স্পর্শ করি। আমার মস্তক তোমার ক্রোড়ে লও। আমার ললাট চুম্বন করিয়া তোমার স্নেহাশ্রুজলে ধৌত কর। আর আমাকে একবার পুত্র বলিয়া সম্বোধন কর। বিলম্ব করিও না, আমার মৃত্যু নিকট। উজ্জ্বল বজ্রাগ্নি তুল্য আমি এই রণক্ষেত্রে আসিয়া ছিলাম, এখন অদৃশ্য বায়ু প্রবাহের ন্যায় আকাশে মিশাইয়া যাইব। স্বর্গে আমার ভাগ্যে এইরূপই লিখিত ছিল।"

পুত্রের বাক্যে রস্তমের শুষ্ক ও দগ্ধ চক্ষে প্রবল বেগে শোকাশ্রু বহিল; তিনি দুই হস্তে পুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধা ও সেনাবৃন্দ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া মহাবীর রস্তমের শোকের দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিল। রস্তমের অশ্ব পর্য্যন্ত প্রভুর শোক দেখিয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং শোক ব্যঞ্জক চক্ষে প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রস্তম্ প্রিয় অশ্বকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন "হার রক্স্, তুই কেন এই অশুভ যুদ্ধে আমাকে বহন করিয়া আনয়ন করিলি?'

সোরাব বলিল "পিতা রক্সকে বৃথা অনুযোগ করিও না। আমি জননীর মুখে এই সুন্দর অশ্বের গল্প অনেক বার শুনিয়াছি। তিনি সর্ব্বদা আমাকে বলিতেন ভাগ্যে থাকিলে এক দিন আমি এই অশ্ব ও ইহার প্রভুর সাক্ষাৎ পাইব। হায় অশ্ব তুই আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান। তুই আমার পিতার স্বদেশ ও তাঁহার গৃহ দর্শন করিয়া ছিস্। আমি অতি দুর্ভাগা! কখন পিতৃ ভূমি দেখিলাম না। জীবনে পিতামহের দর্শন পাইলাম না। স্বদেশের নদনদীর জল পানে তৃষ্ণা দূর করিলাম না! কিন্তু আজন্মকাল মরুভূমিময় তাতারে শত্রু মধ্যে কাটাইলাম।" রস্তম্ খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায় হায় কেন অক্সস্ নদের গভীর জলে আমার জীবন

শেষ হইল না।" সোরাব ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "পিতা খেদ করিও না। তোমার এখনো অনেক মহৎ কার্য্য করিতে হইবে। ভাগ্য দোষে কেহ তরুণ বয়সে পৃথিবী ত্যাগ করে, কেহ বা দীর্ঘজীবি হইয়া অনেক বড় বড় কার্য্য করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, আমার ভাগ্যে সে সমুদয় কিছুই হইল না! আমি শীঘ্রই সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলাম। আমার হইয়া তুমি আরও গৌরব যশ মান উপার্জ্জন কর; পিতার যশেই পুত্রের যশ। আর একটি ভিক্ষা—আমার এই তাতার সেনা শ্রেণীদলকে নির্ব্বিঘ্নে অক্সস্ নদ পারে স্বদেশে চলিয়া যাইতে দাও। আর সংগ্রামে প্রয়োজন নাই। উহারা আমারই সহিত সংগ্রামে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার মৃতদেহ তুমি স্বদেশে লইয়া যাইও। স্বদেশের সুন্দর ভূমি গর্ভে আমাকে নিহিত করিও এবং আমার সমাধির উপর উচ্চ সমাধি স্তম্ভ স্থাপন করিও। আর তদুপরি এই কথা খোদিত করিও যে "মহাবীর রস্তমের পুত্র সোরাব এই সমাধি গর্ভে শয়ান। অজ্ঞাতসারে তাঁহার বীরশ্রেষ্ঠ পিতা তাহাকে নিধন করেন।"

রস্তম্ ব্যাথিত স্বরে বলিলেন "বৎস সোরাব তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তাতার সেনাদল নির্ভয়ে নদী পারে চলিয়া যাউক, আর আমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি, মানুষ হত্যার প্রয়োজন কি? আমি যত শত্রু বধ করিয়াছি সকলে কেন জীবিত হইল না তদ্বারা যদি আমি আমার প্রিয় পুত্রকে ফিরাইয়া পাই! হায় হায় আমি কেন তোমার হস্তে আহত হইয়া তোমার পরিবর্ত্তে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিলাম না?

এই বলিয়া রস্তম্ অক্সস্ নদতীরে পুত্রের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন দেহ লইয়া বৃথা বিলাপ করিতে লাগিলেন। সোরাব পার্শ্বদেশ হইতে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক তীক্ষ্ণ বর্ষা ফলক বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমি নিক্ষিপ্ত করিলেন। আরও দ্বিগুণ বেগে রক্ত ধারা বহিতে লাগিল। সোরাবের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিল, দেহ নিস্তেজ হইয়া আসিল। গভীর মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে ক্ষীণ দৃষ্টিতে পিতৃবৎসল পুত্র পিতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল।

রজনীর অন্ধকার আসিয়া পৃথিবীর মুখ ঢাকিল। দুই পক্ষীয় সেনাদল নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশ করিল। কেবল রস্তম্ পুত্রের মৃতদেহ লইয়া অক্সস্ নদতীরে বেলা ভূমিতে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন।

আশ্চর্য্য ঘটিকা যন্ত্র!

পৃথিবীতে সভ্য জগতে অনেক সুন্দর ও আশ্চর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু একটি অতি আশ্চর্য্য ঘড়ি সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত ওয়াটারবেরি ক্লক কোম্পানি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘড়িটি ১০ হস্তের অধিক উচ্চ। ইহার

চারি পার্শ্বস্থ পালিস করা কাষ্ঠের ফ্রেমে কলম্বসের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসের চিত্র সকল খোদিত। ঘড়ির নিম্নদেশে কতক গুলি দৃশ্যের প্রতিরূপ অবিকল গঠিত তাহা আবার জীবন্ত ও গতিশীল, তাড়িতের শক্তিতে আশ্চর্য্যরূপে চালিত হইতেছে। প্রথম দৃশ্যে ওয়াটারবেরি ক্লক কোম্পানির যন্ত্রীগণ কিরূপে কলে কার্য্য করিতেছে তাহার অনুরূপ। দ্বিতীয় দৃশ্যে নিগ্রো দাসগণ তুলা ও শনের ক্ষেত্র হইতে শণ ও তুলা সংগ্রহ করিতেছে। সূত্র প্রস্তুত করিতেছে পুরাতন প্রণালীতে বস্ত্র বুনিতেছে। তৃতীয় দৃশ্যে কয়লার খনি হইতে কয়লা খুঁড়িয়া তুলিতেছে। চতুর্থ দৃশ্যে এক দিকে সেলাইয়ের কল নির্ম্মাণ হইতেছে, তাহার নিকটে কতক গুলি স্ত্রীলোক বসিয়া সেলাই করিতেছে। পঞ্চম দৃশ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রদর্শন হইতেছে, ষষ্ঠ দৃশ্যে টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোণ আফিসের অভ্যন্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ভিতরে কর্ম্মচারীগণ কার্য্যে ব্যস্ত। সপ্তম দৃশ্যে সুইজার্ল্যাণ্ডে ঘড়ি নির্ম্মাণের প্রণালীর ছবি। অষ্টম দৃশ্যে করাতের mill এ কাষ্ঠ কর্ত্তিত হইতেছে। নিকটে ছোট ছোট বালক বালিকারা ক্রীড়া করিতেছে। এই সকল দৃশ্যে তাড়িতের শক্তিতে সমুদয় মূর্ত্তি ও যন্ত্র চালিত হইতেছে। আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল।

ঘড়ির সম্মুখভাগ প্রশস্ত। এবং তাহার উপর দিন সপ্তাহ মাস, বৎসর ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড সমুদয় চিত্রিত। তাহা ভিন্ন জোয়ার ভাঁটা ও চন্দ্রের তিথির বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহার শিরোভাগে আমেরিকার স্বাধীন হইয়া ঘোষণাপত্র প্রচার দিনের চিত্র খোদিত। চিকাগো মহামেলায় এই ঘড়ি প্রদর্শিত হইবে।

লেডি ম্যাক্‌বেথ।

রাজার হত্যার পরদিন প্রত্যুষে তাঁহার সমভিব্যাহারী ম্যাকডফ্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য রাজার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ ভূপতি নৃশংসরূপে হত হইয়া রক্তাক্ত দেহে শয্যায় চিরনিদ্রিত। এই অভাবনীয় ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া ম্যাক্‌ডফ্ একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া রহিলেন! পরে চীৎকার রবে বিলাপ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। ম্যাক্‌ডফের চীৎকারে রাজার দুই পুত্র এবং অন্য সকল সঙ্গীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা ত্রস্তে সকলে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক ম্যাক্‌বেথের অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। এবং ম্যাক্‌ডফের বিলাপের কারণ জানিয়া বিস্মিত ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। ম্যাক্‌বেথ্ এবং তাঁহার পত্নীও তদ্রূপভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যেন তাঁহারা কিছু নির্দ্দোষ; কিছুই জানেন না। ডন্‌কানের শরীর রক্ষক অনুচর দ্বয়ের রক্তরঞ্জিতহস্ত এবং

অসি শয্যায় দেখিয়া অনেকের তাহাদের প্রতি সন্দেহ হইল। ম্যাক্‌বেথও সেই সন্দেহের ভান করিয়া মহাক্রোধে অসি দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলেন। পরে রাজার সঙ্গী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্থির করিলেন যে একত্রিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের তথ্য অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু মৃত রাজার পুত্রদ্বয় সন্দিহান হইয়া গোপনে ম্যাক্‌বেথের ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পিতার অজ্ঞাত শত্রু হস্তে যদি আপনাদেরও অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কা ও সন্দেহে তাঁহারা আর ম্যাক্‌বেথের গৃহে অবস্থান নিরাপদ জ্ঞান করিলেন না। উভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে আশ্রয় লইলেন। এ দিকে রাজার মৃত্যুর যথার্থ তথ্য অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সকলেরই ম্যাক্‌বেথের উপর সন্দেহ হইল। রাজার পুত্রদ্বয়ের অবর্ত্তমানে ম্যাক্‌বেথই রাজার উত্তরাধিকারী। তাহারা উভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পলাতক। সুতরাং ম্যাক্‌বেথ্ রাজা। তিনিও রাজমুকুট গ্রহণ করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের ইচ্ছাপূর্ণ হইল। তিনি এরূপ সন্দেহও প্রকাশ করিলেন যে রাজ কুমারদ্বয়ই সম্ভবতঃ রাজ্যলোভে পিতৃ হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

প্রথমে যখন দুর্গম বনে ডাইনী (Witch) গণ ম্যাক্‌বেথের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে, ব্যাঙ্কো নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। ডাইনীগণ বলে যে ম্যাক্‌বেথ রাজা হইবেন বটে কিন্তু তাঁহার বংশের অপর কেহ রাজা হইবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কোর বংশ পরম্পরা রাজত্ব করিবে—ম্যাক্‌বেথের প্রাণে ইহাও সহ্য হইল না। একবার নৃশংস হত্যা কাণ্ডে উচ্চপদেচ্ছা চরিতার্থ করিয়াছেন সে বৃত্তি চরিতার্থ করিতে আর কোনরূপ প্রতিবন্ধক রাখিবেন না, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্যাঙ্কো এবং তাঁহার পুত্র রাজার সহিত ম্যাক্‌বেথের অতিথ হইয়াছিলেন। ম্যাক্‌বেথ, স্থির করিলেন হত্যাকারীদের দ্বারা তাহাদিগকে ও বধ করিয়া তাঁহার পথের কণ্টক দূর করিবেন। যখন ব্যাঙ্কো তাঁহার পুত্রের সহিত সেই দিবস সন্ধ্যার সময় নির্জন কানন পথে অশ্বারোহণে ভ্রমণার্থ গমন করিলেন ম্যাক্‌বেথের আদেশে ও অর্থলোভে দুইজন নরহত্যাকারী হঠাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহার পুত্র পলায়ন করিল; ব্যাঙ্কো নিহত হইলেন।

সে রজনীতে ম্যাক্‌বেথের ভবনে বৃহৎ ভোজ ছিল। বন ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে কপট ম্যক্‌বেথ্ ব্যাঙ্কোকে বারবার ঠিক সময়ে ভোজে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। দেশের অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কর্ম্মচারীগণও ঐ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন। ভোজ আরম্ভ হইল। আরম্ভের পূর্ব্বে হত্যাকারীগণ আসিয়া সংবাদ দিল যে ব্যাঙ্কো নিহত

হইয়াছে। তাঁহার পুত্র পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া ম্যাক্‌বেথের মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইল না।

ভোজ আরম্ভের সময় ম্যাক্‌বেথ্ সমাগত নিমন্ত্রিতগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্থান গ্রহণ করিবেন,এমন সময় দেখিলেন ব্যাঙ্কোর প্রেত মুর্ত্তি তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়াছে। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার চিত্ত মহাভীত হইল। তিনি চমকিত ভাবে প্রেত মুর্ত্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "আমিত এ কার্য্য করি নাই, তোমার রক্তার্দ্র মস্তক সঞ্চালন করিয়া আমাকে বিভিষীকা দেখাইও না।" অভ্যাগতগণ রাজার এরূপ প্রলাপ বাক্যে বিস্মিত হইয়া রহিলেন। লেডি ম্যাক্‌বেথ্ তাঁহাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে রাজার একরূপ রোগ আছে। তাঁহার কথার কোন অর্থ নাই। পরে তিনি ম্যাক্‌বেথকে ভীরু বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং সাহস অবলম্বন করিয়া সাবধান হইতে বলিলেন। কিন্তু প্রেতমূর্ত্তি ক্ষণে অদৃশ্য, ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া ম্যাক্‌বেথকে বিধিমত বিভিষীকা দেখাইতে লাগিল। ডন্‌কানকে হত্যা করা অবধি একে ম্যাক্‌বেথের অন্তর অশান্তি পুর্ণ ছিল, ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চিত্তের অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি সকলের সম্মুখে প্রেতকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সকলে বিস্মিত হইল। লেডি ম্যাক্‌বেথ্ স্বামীর অসুস্থতার ভান করিয়া ভোজ স্থগিত রাখিলেন। ব্যাঙ্কোর প্রেত মুর্ত্তি দর্শনের পর ম্যাক্‌বেথের কয়েকটি মনের ভাব প্রকাশক কথা এস্থলে প্রদত্ত প্রদত্ত হইল।

লেডি ম্যাক্—তোমার কি মনুষ্যত্ব নাই?

ম্যাক্ হাঁ আছে। আমার শয়তানের অপেক্ষা অধিক সাহস আছে।

লেডি ম্যাক্—তবে তোমাকে ধিক্! স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরুতা প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার মুখের ভাব এমন চমকিত কেন? তোমার বসিবার আসনের প্রতি এমন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ কেন! ইহার অর্থ কি?

ম্যাক্—আমি সত্য বলিতেছি আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিলাম—

লেডি ম্যাক্—ধিক্ ধিক্—

ম্যাক্—অনেকে অনেকের রক্তপাত করিয়াছে—ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সকলও ইহার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মৃত্যুর পর মনুষ্যের সকলি শেষ হইয়া যাইত—কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহারা সমাধি হইতে পুনরায় উত্থিত হয়—

লেডি ম্যাক্‌বেথ্ তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনিও কিঞ্চিত সুস্থির হইয়াছেন এমন সময় প্রেতমূর্ত্তি আবার দর্শন দিল।

ম্যাক্—"দূর হও দূর হও—আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর হও—মৃত্তিকা তোকে আবরণ করুক—

মনুষ্যের যত দূর সাহস সম্ভবে—

আমার তাহা আছে—ইহা ভিন্ন আর কোন ভয়ঙ্কর জীবিত মূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে প্রকাশিত হও, আমি ভীত হইব না। আবার পূর্ন জীবিত হইয়া অসি হস্তে আমার সহিত সংগ্রাম কর, প্রস্তুত আছি। দূর হও—দেহ শূন্য, জীবন শূন্য মূর্ত্তি—দূর হও! প্রেত অদৃশ্য হইল।

ম্যাক্—ইহা রক্ত চায়—কথিত আছে রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত দিতে হয়—এবং গোপন হত্যা নানা অলৌকিক উপায়ে প্রকাশিত হইয়া যায়।"

ম্যাক্‌বেথের অশান্ত চিত্ত এত চঞ্চল হইল যে তিনি আপনার ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলার জন্য পুনরায় Witch (ডাইনী) দের নিকটে গিয়া ভবিষ্যদ্বাণী শুনিবেন এরূপ স্থির করিলেন। এবং নিবিড় বনে গুহা মধ্যে তাহাদের অন্বেষণে চলিলেন। ম্যাক্‌বেথ্ এবং Witch গণের প্রশ্নোত্তরের কিছু কিছু এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ম্যাক্—আমি মিনতি করিতেছি আমার প্রশ্ন গুলির উত্তর দাও।

ডা—কি বলিবে বল আমরা উত্তর দিতেছি। তুমি আমাদের মুখে উত্তর শুনিতে ইচ্ছা কর, কিংবা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে সকল প্রেতাআত্মা তাহাদের মুখে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিবে?

ম্যাক্—তাহাদিগকেই আহ্বান কর।

ডাইনীরা উপযুক্ত আয়োজন করিল—বজ্রধ্বনি বিদ্যুত্যের মধ্যে একটি শস্ত্রধারী মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল।

ম্যাক্—হে অজ্ঞাতশক্তি বল—

ডা—তোমার কোন প্রশ্ন করিতে হইবে না—ইনি তোমার মনের ভাব জানেন।

মূর্ত্তি—ম্যাক্‌বেথ,—ম্যাক্‌ডফের সম্বন্ধে সাবধান হইও—আমি প্রস্থান করি—(অদৃশ্য হইল)

ম্যাক্—এই পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তুমি যথার্থই আমার মনের ভয় বুঝিয়াছ। কিন্তু আর একটি কথা আছে—

এক্ষণে আরও ক্ষমতাবান এক জন প্রকাশ হইবে—

(বজ্রধ্বনি। রক্তমাখা একটি শিশু মূর্ত্তির প্রকাশ)

শিশু—ম্যাক্‌বেথ! খুব সাহসী ভয়শূন্য এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও হত্যাশীল হও। স্ত্রীলোকের গর্ভজাত কেহ তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

(অদৃশ্য হইল)

ম্যাক্—তবে ম্যাক্‌ডফ্ নির্ব্বিবাদে জীবন ধারণ কর—তোমাকে আর আমার ভয় নাই। কিন্তু তথাপি তোমার জীবিত থাকা হইবে না। আমার মনের ভয় দূর করিতে হইবে।

(পুনরায় বজ্রধ্বনি। একটি রাজ মুকুটধারী শিশুমূর্ত্তির বৃক্ষ হস্তে প্রকাশ)

মূর্ত্তি—সিংহের ন্যায় সাহসী হও—লোকের বিরক্তি ষড়যন্ত্র বা বিদ্রূপ কিছু গ্রাহ্য করিও না। যে পর্য্যন্ত না গভীর বনের বৃক্ষ সকল ডন্‌সিনেন গিরির দুর্গের অভিমুখে তোমার বিরুদ্ধে আসে সে পর্য্যন্ত কেহ তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

ম্যাক্—(নিশ্চিন্তভাবে) ইহা অসম্ভব ব্যাপার। বৃক্ষ কখন চলৎশক্তি পাইবে না। আমার বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিতে পারিবে না।—কিন্তু আর একটি বিষয় জানিতে চাই—যদি তোমার ক্ষমতা থাকে বল, ব্যাঙ্কোর বংশোদ্ভব কেহ কখনও কি এরাজ্যে ভবিষ্যতে রাজত্ব করিবে?

মূর্ত্তি—আর কিছু জানিতে চাহিও না।

ম্যাক্—আমি ইহার উত্তর চাই—যদি আমার অনুরোধ না রাখ তোমাদের সর্ব্বনাশ হউক—

মূর্ত্তি—ছায়ামূর্ত্তিগণ প্রকাশ হও এবং ম্যাক্‌বেথের কথার উত্তর দানে তাহাকে নিরুৎসাহ কর।

(শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আটজন রাজবেশ ও মুকুটধারী মূর্ত্তির প্রবেশ। রাজার হস্তে একখানি দর্পণ। সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর মূর্ত্তি)

ম্যাক্—ব্যাঙ্কোর ন্যায় তোমার আকৃতি! আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—তোমাদের রাজ মুকুট আমার চক্ষুশূল—আর আমি দেখিতে চাই না—ভয়ানক দৃশ্য! ব্যাঙ্কোর বংশে আট জন রাজা? আবার অষ্টমের হস্তে দর্পণ মধ্যে আরও অনেক গুলির মূর্ত্তি?! ঐ যে ব্যাঙ্কোর রক্তমাখা মূর্ত্তি আসিতে ২ অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই সকল নিজ বংশোদ্ভব মূর্ত্তি আমাকে দেখাইতেছে তবে কি ইহা সত্য হইবে?

ডাইনী—হাঁ মহাশয় সকলই সত্য হইবে, কিন্তু ম্যাক্‌বেথ কেন চকিত ভাবে দণ্ডায়মান, চল আমরা নৃত্যগীত করিয়া ইহাঁকে আমোদিত করি। এই বলিয়া নৃত্য করিতে ২ ডাইনীগণ প্রস্থান করিল।

ওদিকে ভোজের পর নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ম্যাক্‌বেথের ঐ রূপ প্রলাপ বাক্য শুনিয়া সকলেরই তাঁহার উপর সন্দেহ গাঢ়তর হইল। তদ্ভিন্ন ম্যাক্‌বেথের রাজ্যশাসনে যথেচ্ছাচার ও নৃশংস আচরণ দেখিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। যে তাঁহার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করে তাহারই তিনি সর্ব্বনাশ করেন। স্ত্রীপুত্র হত্যা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ক্ষান্ত হন। ম্যাক্‌বেথের রাজত্ব গ্রহণ কালে ম্যাক্‌ডফ্ অনুপস্থিত ছিলেন এবং পরে ম্যাক্‌বেথ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করেন। ম্যাক্‌বেথ মহাক্রুদ্ধ হইয়া ম্যাক্‌ডফের বাসভবন আক্রমণ করাইয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রের প্রাণনাশ করাইলেন। এইরূপে তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত স্কটলণ্ড রাজ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রজারা উৎপীড়িত, সম্ভ্রান্ত

বংশীয়গণ মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন; সকলেই সঙ্কল্প করিলেন ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ম্যাক্‌ডফ্‌ ইংলণ্ডে মৃত ভূপতির জ্যেষ্ঠ কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্বদেশের দুর্দ্দশা জানাইলেন এবং তাঁহাকে ম্যাক্‌বেথের সহিত সংগ্রাম করিতে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র ম্যালকল্ম পূর্ব্বেই ইংলণ্ড রাজার সাহায্যে ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌ডফের উত্তেজনায় সে সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল। ইংলণ্ডে প্রস্থানের পর তাহার একজন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ও ম্যাক্‌বেথের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করেন। তাঁহার মুখে ম্যাক্‌ডফ্‌ পত্নী ও সন্তানগণের প্রাণ নাশের সংবাদ পাইয়া শোকাচ্ছন্ন হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যুদ্ধে ম্যাক্‌বেথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দশের এবং নিজের মহাশত্রুকে বধ করিবেন। বহু সংখ্যক সেনা সামন্ত লইয়া রাজা ডন্‌কানের পুত্র ও ভ্রাতা ম্যাক্‌ডফ্‌ ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া স্কটলণ্ডের অন্যান্য উৎপীড়িত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহিত বার্ণেম বনে গিয়া মিলিত হইবার পরামর্শ করিলেন। ম্যাক্‌বেথ এই সকল সংবাদ পাইয়া মহা রুষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই গোলযোগের সময় লেডি ম্যাক্‌বেথের এক দুরারাধ্য রোগ হইল। তিনি মধ্যে ২ রজনীতে নিদ্রিত অবস্থায়, শয্যা ত্যাগ করিয়া চারিদিকে বিচরণ করেন। নানা রূপ অসংলগ্ন প্রলাপের ন্যায় বাক্য বলেন। তাঁহার সঙ্গিনীগণ তাঁহার এই রোগের বিষয় চিকিৎসককে জ্ঞাপন করিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষার জন্য ঐ অবস্থায় একরাত্রে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

সে দৃশ্যের সারাংশ প্রদত্ত হইল ঃ—

চিকিৎসক লেডি ম্যাক্‌বেথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি দুই রাত্রি তোমার সঙ্গে রাজ্ঞীকে দেখিতেছি কিন্তু আজও তোমার কথার প্রমাণ পাইতেছি না। কবে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন বলিতে পার?"

স—মহারাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া অবধি আমি দেখিতেছি তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠেন এবং বাক্স খুলিয়া কাগজ বাহির করেন এবং চিঠি লিখিয়া শীল মোহর করিয়া আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। কিন্তু এ সকলই নিদ্রিত অবস্থায় করেন। তৎকালে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না।

চি—বড় অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা। নিদ্রা ও জাগরণের উভয় কার্য্য একত্র হইতেছে—যখন এই অবস্থায় থাকেন সেই সময় কি কিছু বাক্য উচ্চারণ করেন?

স—মহাশয় তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না।

চি—আমার নিকট তুমি বলিতে পার; বলা প্রয়োজন—

স—না—সে সকল কথা কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ আমার কথা প্রমাণ করিবার আর কেহ নাই। ঐ যে রাজ্ঞী আসিতেছেন।

(শুভ্রবর্ণ রাত্রির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া জলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে লেডি ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

স—"এইরূপেই তিনি বিচরণ করেন। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখুন একেবারে নিদ্রা মগ্ন—

স—তিনি এমন ভাবে হস্ত ঘর্ষণ করিতেছেন কেন? ইহার অর্থ কি?

চি—তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যেন হস্তদ্বয় ধৌত করিতেছেন এই ভাবে হস্ত ঘর্ষণ করেন।

লেডি ম্যাক্‌—"এখনও আমার হস্তে চিহ্ন রহিল। রে ঘৃণিত চিহ্ন মুছিয়া যা—সে কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত ছি ছি—তুমি যোদ্ধা হইয়া ভয় পাইতেছ? আমাদের ভয় কি? কাহারও সাধ্য নাই আমাদিগকে সন্দেহ করে—বৃদ্ধের শরীরেও এত রক্ত ছিল?"

ম্যাক্‌ডফেরও পত্নী ছিল—এখন সে কোথায় গেল?—এ হস্ত কি দ্বখনও পরিষ্কার হইবে না?

এখনও রক্তের গন্ধ যায় নাই। হায় হায়! কোন সুগন্ধ দ্রব্যে এ হস্তের দুর্গন্ধ আর যাইবে না।"

"তোমার হস্ত ধৌত করিয়া রাত্রির পরিচ্ছদ পরিধান কর। মুখ পাণ্ডুবর্ণ কেন? আমি বলিতেছি ব্যাঙ্কোর মৃত্যু হইয়াছে। সে ভূমিগর্ভ হইতে আর উঠিয়া আসিতে পারে না।"

"চল চল আমরা শরন করিতে যাই—শীঘ্র চল। ঐ যে দ্বারে কে আঘাত করিতেছে—যাহা হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না।"

(প্রস্থান)

চিকিৎসক বুঝিলেন মনে কোন ভয়ানক পাপের কথা লুক্কায়িত আছে বলিয়া লেডি ম্যাক্‌বেথ ঐ সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। এবং ঐ জন্যই নিশীথে নিদ্রাবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া থাকেন।

তাঁহার মনে শান্তি নাই। নিদ্রিত হইলে মনের ভাব গোপনের আর ক্ষমতা থাকে না। চিকিৎসক তখন রাজ্ঞীর সহচরীকে সাবধান হইতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। ম্যাক্‌বেথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আসিল লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই দূত আসিয়া ভীতকণ্ঠে সংবাদ দিল বার্ণেম বনের প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল চলৎশক্তি পাইয়া ডন্‌সিনেন্‌র দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ম্যাক্‌বেথ বুঝিলেন যদি এবাক্য সত্য হয় তাঁহার ভয়ের কারণ আছে কিন্তু

তাঁহার সাহস খর্ব্ব হইল না, তিনি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে সম্মুখীন হইলেন; ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। দুই পক্ষেই অনেকে হত আহত হইল অবশেষে ম্যাক্‌ডফ্‌ ও ম্যাক্‌বেথ পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়েই মহা বিক্রমশালী যোদ্ধা। তদ্ভিন্ন ম্যাক্‌বেথ যেমন রাজার শত্রু তেমনি ম্যাক্‌ডফেরও পরম শত্রু। তাঁহার স্ত্রী পরিবারকে হত্যা করিয়া তাঁহার বাস ভবন অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রতিশোধ লইতে ম্যাক্‌ডফ ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহাঁদের যুদ্ধ বিবরণ কিছু প্রদত্ত হইল।

(দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তর, যুদ্ধ বাদ্য সহ জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বৃদ্ধ সিওয়ার্ড ম্যাক্‌ডফ ইত্যাদির সেনা শ্রেণী সহ প্রবেশ)

অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যগণ বার্ণেম বনের বৃহৎ বৃহৎ পত্র পূর্ণ বৃক্ষ শাখা হস্তে লইয়া ডন্‌সিনান পর্ব্বতের দুর্গের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদিগের দেহ বৃক্ষ শাখা নিম্নে লুক্কায়িত ছিল। দূর হইতে ইহা দেখিয়াই বৃক্ষগণ চলিয়া আসিতেছে ম্যাক্‌বেথ পক্ষীয় দূতের এরূপ ভ্রম হইয়াছিল।

রাজকুমার—"সেনাগণ এখন তোমাদের আবরণ হস্তের বৃক্ষশাখা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের পরিচয় দাও। আমার পিতৃব্য তাঁহার পুত্রের সহিত আজ সংগ্রাম আরম্ভ করুন। ম্যাক্‌ডক্‌ এবং আমি যেরূপ প্রয়োজন হয় করিব। রণবাদ্য বাজুক।

(প্রস্থান)

(প্রান্তরের অপর দিকে ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যা—শত্রুরা আমাকে চারিপার্শ্বে ঘেরিয়াছে পলায়নের উপায় নাই। কিন্তু আমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করিব, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলেই—সুতরাং কাহাকেও আমার ভয় নাই। ডন্‌কানের ভ্রাতা সিওয়ার্ডের পুত্র এই সময় যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন। এবং ম্যাক্‌বেথের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন।

ওদিকে ম্যাক্‌ডফ্‌ ম্যাক্‌বেথের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন "রে অত্যাচারী সম্মুখে আয়। যদি আমার অসি বিনা অপর কাহাও অসির আঘাতে তোর মরণ হয় আমার নিষ্ঠুররূপে হত পত্নী এবং সন্তানদের পরলোকগত আত্মাগণ আসিয়া আমাকে অনুযোগ করিবে। আমি বৃথা বেতন ভোগী হতভাগ্য সেনাদের জীবন নাশ করিতে চাহি না। ম্যাক্‌বেথকে আঘাত করিবে, নতুবা এ অসি আজ কোষে বদ্ধ রহিল। ভাগ্যে অনুকূল হও, আমি যেন শীঘ্র ম্যাক্‌বেথের সাক্ষাৎ পাই"

(প্রস্থান)

বিনা বাধায় দুর্গ রক্ষক প্রহরীগণ দুর্গ রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিল রাজকুমার সঙ্গীগণ সহিত দুর্গ প্রবেশ করিলেন।

অবশেষে ম্যাক্‌বেথ্‌ ও ম্যাক্‌ডফ্‌ পরস্পর সম্মুখীন হইলেন।

ম্যাক্‌ডফ্‌—"নরকের কুকুর! এ দিকে ফিরিয়া আয়"

ম্যাক্‌বেথ—"আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত সংগ্রামে বিমুখ ছিলাম। ফিরিয়া যাও। তোমার আত্মীয়দের অনেক রক্তপাত করিয়াছি। আর তোমার অনিষ্ট করিতে চাহি না।

ম্যাক্‌ডফ্‌—আমি অন্য কথা বলিতে চাহি না আমার যাহা বলিবার এই অসি দ্বারা বলিব। রক্ত পিশাচ নৃশংস! তোর তুলনা নাই।"

(উভয়ের সংগ্রাম)

ম্যাক্‌—তোর বৃথা চেষ্টা। স্ত্রীলোকজাত কোন মনুষ্য আমার প্রাণ হানি করিতে পারিবে না।

ম্যাক্‌ডফ্‌—তোর বৃথা আশা। শোন্‌ আমি আমার মাতৃগর্ভ হইতে অকালে প্রসূত হইয়াছিলাম। আমার স্বাভাবিক জন্ম হয় নাই—ম্যাক্‌বেথ তখন Witch দিগকে শতবার ধিক্কার দিতে লাগিলেন তাঁহারা যে তাঁহাকে এইরূপে প্রতারণা করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। প্রথম এই তাঁহার হৃদয়কে ভয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন "আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিব না।"

ম্যাক্‌ডক্‌—তবে রে কাপুরুষ! পরাজয় স্বীকার কর, এবং সকলের ঘৃণিত হইয়া জীবন ধারণ কর্‌। আমরা হিংস্রক পশুর ন্যায় তোকে প্রকাশ্য স্তম্ভের উপর স্থাপিত করিয়া সকলকে প্রদর্শন করাইব এবং লিখিয়া রাখিব "এই অত্যাচারী উৎপীড়নকারীকে সকলে দেখ।"

ম্যাক্‌—আমি পরাজয় স্বীকার করিব না। আমি ডন্‌কান্‌ পুত্রের পদতল চুম্বন করিয়া এবং লোকের ঘৃণার বস্তু হইয়া জীবন চাহি না। যদিও বনের বৃক্ষে চলিবার শক্তি হইয়াছে, আর আমার শত্রু তুইও স্ত্রীগর্ভজাত নহে তথাপি আমি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব—আয় আমার চর্ম্মে আঘাত কর্‌—দেখি কাহার কত ক্ষমতা।"

ভীষণ সংগ্রামের পর ম্যাক্‌ডফ্‌ ম্যাক্‌বেথকে পরাজয় ও নিহত করিলেন। পরে ম্যাক্‌বেথের শির হস্তে বিজয়ী রাজাকে স্কটলণ্ডের রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন উপস্থিত সকলেই সেই সম্ভাষণে যোগ দিলেন। ম্যাল্কলম্‌ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ম্যাক্‌বেথ এবং তৎপত্নীর উচ্চ আশার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইল।

(প্রাপ্ত)

বেন্‌জামিন্‌ ওয়েষ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশের অন্তঃপাতী স্ক্রিংফিল্ড নগরে রেন্‌জামিন্‌ ওয়েষ্ট নামক এক শিশু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ণ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এমন কোনও কার্য্য করেন নাই, যাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত। কিন্তু

বেনের সাত বৎসর বয়সে, গ্রীষ্মকালে, একদিন অপরাহ্নে, তাঁহার মাতা তাঁহার হাতে একখানি পাখা দিয়া, দোন্‌লা-স্থিত নিদ্রিত ক্ষুদ্র ভগিনীর মুখ হইতে মাছি তাড়াইয়া দিতে বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যেমন মাছিগুলি দৌরাত্ম্য করিয়া শিশুটির মুখের উপর বসিতে লাগিল, বালকটি পাখা দ্বারা সে সমস্ত তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। যখন মাছিরা সমস্ত জানালার বাহিরে কিম্বা ঘরের অন্য দিকে উড়িয়া গেল, তখন তিনি ঐ দোন্‌লার উপর নত হইয়া আনন্দের সহিত সেই নিদ্রিত শিশুটির মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল! ক্ষুদ্র শিশুটি তাহার হাত দুই খানি চিবুকে রাখিয়া এমন শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিল, বোধ হইল যেন স্বর্গীয় দূতগণ তাহার কর্ণের নিকটে নিদ্রাকর্ষণী গান করিতেছে। সত্য সত্যই সে স্বর্গীয় স্বপ্ন দেখিতেছিল, কেননা বেন্ দোন্‌লার উপর নত হইয়া দেখিলেন শিশুটি হাসিতেছে।

বেন্ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ইহাকে কি সুন্দর দেখাইতেছে! কিন্তু হায় এ সুন্দর হাস্যটি চিরকাল থাকিবে না।" তাঁহার হাতের নিকটেই একটি টেবিলের উপর কলম, কাগজ এবং লাল ও কাল রংএর দুই প্রকার কালী ছিল। বালকটি একটি কলম এবং একখণ্ড কাগজ লইয়া দোন্‌লার নিকট জানু পাতিয়া বসিলেন, এবং ঐ শিশুটির চেহারা আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি এইরূপে ব্যস্ত হইয়াছেন, বুঝিলেন তাঁহার মা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, অমনি সেই কাগজটি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মা পুত্রের ব্যস্ত সমস্ততা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বেন্‌জামিন্ ভূমি কি করিতেছ? বালক কাগজের উপর শিশুটির মুখখানি গোপনে চুরী করাটা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে বলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। যাহা হউক তাঁহার মা বারংবার উপরোধ করাতে, তিনি পরিশেষে সেই ছবি খানি তাঁর হাতে দিয়া তিরস্কৃত হইবার ভয়ে মস্তকটি অবনত করিয়া রহিলেন। মা যখন কাগজের উপর লাল ও কালী দ্বারা কি আঁকা হইয়াছে দেখিলেন, তিনি আশ্চর্য্যও আনন্দেতে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "একি! এ যে শিশু স্যালির ছবি!" তখন তিনি বেন্‌জামিনের গলা জড়াইয়া তাঁহাকে স্নেহের সহিত চুম্বন করিলেন না।

সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় আকাশে বেগুনী এবং লাল মেঘ সকল বেনের ভাল অত্যন্ত ললিত। তিনি দরজা কিম্বা ঘরের মেজের উপর খড়ি দ্বারা বৃক্ষ, মানুষ, পর্ব্বত, অশ্ব, হংস গো মহিষাদির ছবি সর্ব্বদা আঁকিতে লাগিলেন।

তখনও পেন্‌সিল্‌ভেনিয়াতে বহু সংখ্যক আদিম আমেরিকাবাসী বাস করিত। স্ক্রিংফিল্ড এ তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঘর বাড়ী ছিল বলিয়া, তাহারা প্রতি বৎসর একদল করিয়া সেখানে আসিত। এই অসভ্য লোকেরা ক্রমে বেন্‌কে ভাল বাসিতে লাগিল, এবং যে লাল রং ও হরিদ্রা রং তাহারা অঙ্গলেপন করিত, সেই রং বেন্‌কে দিয়া তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাঁহার মাও তাঁহাকে একখণ্ড নীল রং উপহার দিয়াছিলেন। এইরূপে বেন্ লাল, নীল, ও হরিদ্রা এই তিনটি রং সংগ্রহ করিলেন, এবং হরিদ্রা ও নীল মিশ্রিত করিয়া সবুজ রং প্রস্তুত করিলেন। বেন্ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হস্তে তীর ধনুক ও কুঠার, মস্তকে পালক, এইরূপ অদ্ভুত সাজে সজ্জিত আমেরিকাবাসীদিগকে আঁকিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বালক চিত্রকরের এ পর্য্যন্ত একটিও তুলি ছিল না! কারণ দূরস্থ ফিলাজল্‌ফিয়া নগর ভিন্ন সেখানে তুলি পাওয়া যাইত না। যাহা হউক, তিনি সকল বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, আপনা আপনি তুলি প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির করিলেন। আগুনের নিকটে একটি বৃদ্ধ কাল বিড়াল শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিল, বেনের তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। বেন্ বিড়ালটিকে বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া তোমার লেজের অগ্র-হইতে আমাকে একটু লোম দাও।" বেন্ বিড়ালটিকে এত ভদ্রতার সহিত সম্বোধন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সে রাজি হউক আর নাই হউক তিনি তাহার লোম লইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। বিড়াল-টির চিত্রবিদ্যাতে কিছুই উৎসাহ ছিলনা, সে সক্ষম হইলে বেন্‌কে বাধা দিত, কিন্তু মার কাঁচিতে তিনি সজ্জিত ছিলেন, তুলি প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁচি দ্বারা যথেষ্ট লোম কাটিয়া লইলেন। এই তুলি রং দিবার পক্ষে এত সুবিধা জনক হইল, যে, বেন্ ক্রমে ২ বিড়ালটির প্রায় সমস্ত লোম কাটিয়া লইতে লাগিলেন, অবশেষে তাহার এমন লোমও রহিল না যে, সে শীতকালে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে।

ক্রমশঃ

অনন্ত স্বরূপ।

অনন্ত অসীম হরি তুমি হে মহান্।
চিন্তার অতীত তুমি ওহে ভগবান্॥
আরম্ভ নাহিক তব নাহি তব শেষ।
সর্ব্বব্যাপী হয়ে তুমি আছ সর্ব্বদেশ॥
রহিয়াছে মায়াময় এ প্রকাণ্ড ভব।
সর্ষপ কণার ন্যায় পদতলে তব॥
আমি মূঢ়মতি অতি এই ক্ষুদ্র মনে,
অনন্ত স্বরূপ তব ভাবিব কেমনে॥
(তব) অসীম রূপের কথা ভাবিতে হইলে
হাবুডুবু খাই যেন জলধির জলে॥
কর জোড়ে তব পদে এই ভিক্ষা করি,
ভাবিতে ক্ষমতা দাও তবরূপ হরি।

সুঃ—

কেহ বুঝিল না।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমস্ত রজনী নরেন্দ্র বাবুর চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি কখনও বা আহত চারুর শয্যাপার্শ্বে কখনও বা পার্শ্বস্থ ঘরে কাটাইলেন। কলিকাতা হইতে চিকিৎসকগণ আসিয়া কি বলে এই ভাবনায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে সে রাত্রি অবসান করিলেন। মনের আবেগে এক একবার বলিতে লাগিলেন "ভগবান্, চিরদিন রুগ্ন ও চলৎশক্তিহীন হইয়া থাকা অপেক্ষা চারুকে তোমার নিকটে লইয়া যাও।" বালক যে ভবিষ্যতে চির-জীবন পরমুখাপেক্ষী ও শক্তিহীন জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। অতি প্রত্যুষে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় ব্যস্তভাবে তাঁহার ভগিনি আসিয়া বলিলেন, "নরেন, ওঠ, চারু কাঁদচে আর তোমায় ডাকচে" ত্রস্তে নরেন্দ্র বাবু উঠিয়া চারুর ঘরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন চারুর শয্যা পার্শ্বে ইন্দু ভীতভাবে দণ্ডায়মান, এবং চারু অস্থিরভাবে ক্রন্দন করিতেছে; পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া অধীরভাবে বলিল "বাবা, তুমি বল যে ওরা মিছে কথা বলেছে। তুমি আর ডাক্তার এনোনা, আমি ভাল হতে চাই না। আমার অসুখ সারিও না;"

নরেন্দ্র বাবু বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিলেন "কেন বাবা, অমন কথা বল? ভাল হবে বৈ কি।"

চারু আরও অধীরভাবে বলিল "না বাবা, আমি ভাল হতে চাই না,"—ইন্দু এই অবসরে বলিল "বাবা, পিসিমা ঝিকে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন যে দাদা "পঙ্গুর" মত হবে, আমি তাই দাদাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি পঙ্গু কাকে বলে। শুনে অবধি দাদা এত কাঁদচে। নরেন্দ্র বাবু বালকের অধীর ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিলেন। তেজোসম স্ফূর্ত্তিপূর্ণ চারুর নিকট যে পঙ্গু হওয়া ভয়ানক মনে হইবে তাহা অসম্ভব নহে। তিনি সান্তনা বাক্যে বলিলেন "না বাবা অস্থির হয়ো না চুপ কর। কলিকাতার ডাক্তারেরা এসে তোমাকে ভাল করে দেবে। আর তোমার শরীরে ব্যাথা থাকবে না।"

সংবাদ আসিল চিকিৎসকেরা উপস্থিত। নরেন্দ্র বাবু তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চারুর শয্যা পার্শ্বে গেলেন। তাঁহারা নানারূপ পরীক্ষা করিয়া পরামর্শের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। নরেন্দ্র বাবু উদ্বিগ্ন চিত্তে রুগ্ন সন্তানের পার্শ্বে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুরাতন চিকিৎসক ইঙ্গিতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; চারুর শ্রান্ত চক্ষে তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, নরেন্দ্র বাবু হস্তের ব্যজনী ভগিনির হস্তে দিয়া নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন। সহরের চিকিৎসকগণ গম্ভীর ভাবে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিরূপে পিতাকে সন্তানের অশুভ জনক সংবাদ দিবেন ভাবিতে ছিলেন। নরেন্দ্র বাবুর বিশুষ্ক মুখ

দেখিয়া তাঁহারা আরও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনাদের মত কি বলুন। আমার চারু কি জন্মের মত রুগ্ন ও পঙ্গু হইবে?" গ্রামের পুরাতন প্রবীন চিকিৎসক তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন, "নরেন্দ্র বাবু সে ভয় আপনার নাই।"

নরেন্দ্র—মহাশয়, আর ইতস্ততঃ করিবেন না যাহা বুঝিয়াছেন বলুন—

চি—চারুর এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে।

নরেন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিয়া রহিলেন এবং দুই হস্তে মুখাবরণ করিলেন; চিকিৎসকগণ তাঁহার শোকে সহানুভূতি করিয়া নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। ক্ষণেক পরে নরেন্দ্র বাবু আত্মসম্বরণ করিলেন এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "চারু কি অধিক যাতনা পাইবে?"

চি—"বোধ হয় না—সেইরূপ আশা করা যাইতেছে।" সন্তানকে চিরকালের মত হারাইব ইহা জানিয়া পিতার মনে কি ভাব হয় পিতা ভিন্ন আর কে জানিবে?

নরেন্দ্র বাবু শোক সম্বরণ করিয়া চারুর নিকটে গেলেন। চারুর তন্দ্রা তখন ভঙ্গ হইয়াছে। পিসিমা নিকটে উপবিষ্ট, নরেন্দ্র বাবুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া তিনি সকলি বুঝিতে পারিলেন। পিতা পুত্রকে একাকী রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। চারু ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল "বাবা" নরেন্দ্র বাবু সস্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন "কেন চারু?" চা—ডাক্তারেরা গিয়েছে?

ন—হাঁ।

চা—তারা কি বলেছে আমি কি ভাল হয়ে পঙ্গু হব?

ন—না বাবা তুমি পঙ্গু হবে না—

চা— ঠিক বলচ?

ন—হাঁ

চারুর ক্লিষ্ট মুখ ঈষৎ হৃষ্ট হইল। সে স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সেই দিন অবধি নরেন্দ্র বাবু আর অধিকক্ষণ বালকের শয্যা পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না। বালক রক্ষা পাইবে না জানেন তথাপি তাহার রোগ শয্যায় ক্লেশ যাহাতে উপশম হয় তাহাই বিধি মতে যত্ন করিতে লাগিলেন। চারুর বলিষ্ঠ সুন্দর তনু অল্প দিনে ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া শয্যায় মিশাইয়া যাইতে লাগিল। অধিকক্ষণ চৈতন্য থাকিত না। অনেক সময়ই এক প্রকার জড়তা ও অবসন্নতা তাহাকে আছন্ন করিয়া রাখিত; মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগিয়া এরূপ হইয়াছিল। ঐ অবস্থায় সে মৃদুস্বরে কত কথা বলিত। স্বপ্নবৎ তাহার শৈশব জীবনের সমস্ত ঘটনা যেন শেষ শয্যায় চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিল। কখনও বা ইন্দুর সঙ্গে কথা বলিত, কখনও "মা মা" করিত, কখনও হাস্য করিত, কখনও পুষ্প প্রজাপাতর অনুসরণ করিত কখন মাতুলকে সম্বোধন করিয়া মনঃসংযোগের সহিত গল্প বলিতে

বলিত। নরেন্দ্র বাবু তাহার কথার ভাবার্থ বুঝিতে চেষ্টা পাইতেন, কখনও বুঝিতে পারিতেন কখন পারিতেন না। যখন সে পরলোকগত মা'র কথা বলিত তিনি একটু বিস্মিত হইতেন। তিনি জানিতেন চারুর মাতাকে মনে নাই। চারুর স্মরণশক্তি যে এত তীক্ষ্ণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। অনেক সময় চারু "মার কাছে যাব" মা আমায় কোলে কর্"। "ইন্দু তোর মাকে মনে নাই, ঐ দেখ মার কেমন সুন্দর ছবি" এইরূপ কথা বলিত। মাতার অভাবে শিশুদ্বয়ের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে তাহা তিনি ভাবিয়া আপনাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কেন তিনি মাতৃহীন সন্তানদ্বয়কে সর্ব্বদা নিজ সঙ্গে রাখেন নাই, ? চারুত জন্মের মত চলিল।

একদিন চারু নিদ্রাহীন অচেতন অবস্থায় আচ্ছন্ন প্রায় শয্যাগত, পার্শ্বে নরেন্দ্র বাবু নীরবে শিশুর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিমিলীত নয়নে চারুর মুখে ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। চারু মনের ভিতর ইন্দুর সহিত স্পষ্টরূপে দীর্ঘিকা কূলে ক্রীড়া করিতে যাওয়া বৃক্ষে আরোহণ, হঠাৎ পতন, গুরুতর রোগ শয্যায় শয়ন, এ সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ মুখের ভাবান্তর উপস্থিত হইল; ব্যস্ত-ভাবে বলিয়া উঠিল "বাবা বাবা" পর-ক্ষণেই চক্ষু খুলিল। নরেন্দ্র বাবু সাদরে বলিলেন "কেন চারু এই যে আমি" চারু রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল "বাবা আমি পঙ্গু হয়ে থাক্‌তে চাই না তুমি ডাক্তার এনো না আমি ভাল হতে চাই না। আমি মার কাছে আকাশে যাব।"

নরেন্দ্র বাবু ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন "হাঁ বাবা তাই হবে তুমি কেঁদো না—

চা—ঠিক বল্‌চ—নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—হাঁ। বালক শান্ত হইল এবং প্রসন্নভাবে প্রাচীরে মাতার লম্বিত চিত্র একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্র বাবু ক্ষুদ্র বালকের এরূপে শান্তভাবে মৃত্যু ইচ্ছা করিবার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন কারণও জানিতে উৎসুক হইলেন। তিনি সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "চারু কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও? আমি তোমায় কত যত্ন করে রাখিব।"

বা—না বাবা খোঁড়া হয়ে আমি বাঁচিতে চাই না। পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল "যদি মা থাকিতেন তবু বাঁচিবার ইচ্ছা হতো আমি ঐ রকম করে তাঁর কোলে শুয়ে থাক্‌তাম।

ন—কেন বাবা, আমি তোমরা কোলে করে থাক্‌ব।

চা—তুমি? তোমার কোলে যে সব সময় ইন্দু থাকে—

ন—ইন্দু ছোট বলে আমি তাকে কোলে করি—তুমি বড় ভাই তোমাকে কোলে লইতাম না। আমার কোলে আসিতে তোমার ইচ্ছা হতো?

চা—হাঁ বাবা, কত সময় ভারি ইচ্ছা করিত তোমার কোলে যাই। তা বেচারা ইন্দুর মাকে মনে নাই। তুমি তাকে কোলে কর বেশ্ কর।

ন—তুমি ত আমার কোলে আসিতে চাহিতে না?

চা—তুমি ত আমায় একবারও ডাকিতে না। তুমি ইন্দুকেই ডাকিয়া কোলে লইতে, কত আদর করিতে। আমাকে ত সে রকম করে কখন আদর কর না।

নরেন্দ্র বাবু ব্যথিত ভাবে বলিলেন, "বাবা, তুমি আর ইন্দু আমার দুই সমান। দুজনকেই সমান ভাল বাসি—

চারুর মুখ প্রফুল্ল হইল; বলিল ঠিক ইন্দুর মত আমার ভাল বাস?

ন—হাঁ বাবা—

চা—মা আমার কাছে কতবার অসেন, কথা বলেন আমি এই কথা মাকে বলিব।

পরক্ষণে চারুর চক্ষু তন্দ্রাভারে নীমি-লীত হইল। সে আবার অচেতন হইল।

নরেন্দ্র বাবু আপনার পক্ষপাতীত্ব ও বালকের উদারতার বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যবহারে উভয় বালকের মধ্যে কত তারতম্য প্রকাশ করিয়াছেন ও চারুর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে কত সময় ক্লেশ দিয়া-ছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত চিত্ত হইলেন। উদার হৃদয় চারু তথাপি কখন কনিষ্ঠ ইন্দুকে ঈর্ষা করে নাই। মাতার স্নেহ আদরের কথা ভাবিয়া আপনাকে সান্তনা করিত।

একদিন চারু হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিল "মামা কোথায়?" নবীন বাবু সস্নেহে বলিলেন "এই যে আমি।"

নরেন্দ্র বাবু নবীন বাবুকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া ছিলেন।

চা—মামা তুমি আমাদের কেমন চমৎকার গল্প বলিতে?

নবীন বাবুর সেই সুস্থ লাবণ্য ও আগ্রহ পূর্ণ বালকের সুন্দর মুখ মনে পড়িল, আর তাহার এখনকার এই ক্ষীণ দেহ পাণ্ডবর্ণ মুখ বলিলেন! "সে সব কি তোমার মনে আছে?

চা—বেশ মনে আছে। ইচ্ছা করে আবার শুনি। তা তোমার গল্প শুনেই আমরা সেই—বলিতে বলিতে বালক ব্যস্ত ভাবে জিহ্বা কাটিল। যেন কোন কথা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে। নবীন বাবু মনে করিলেন শ্রান্ত হইয়া চারু বুঝি নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে নবীন বাবু যখন অন্য ঘরে গেলেন, চারু ক্ষীণ স্বরে পিতাকে নিকটে আহ্বান করিল, এবং আগ্রহের সহিত বলিল "বাবা, শীঘ্র একটা প্রতিজ্ঞা কর—কখন মামাকে সে কথা বলোনা"—নরেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কি কথা বল্‌ব না চারু?" চারু আরও ব্যগ্র হইয়া বলিল "তুমি আগে প্রতিজ্ঞা কর, ঐ মামা আস্‌চন বুঝি" বালকের আগ্রহাতিশয় ও

ব্যস্তভাব দেখিয়া স্বান্তনার্থ নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "আচ্ছা বাবা প্রতিজ্ঞা কচ্চি, বল্‌ব না" নবীন বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। কি কথা নরেন্দ্র বাবুও আর চারুকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। চারু যে নবীন বাবুর কোন গল্প শুনিয়াই ঐ দীঘির নিকট গিয়াছিল এবং সে কথা না জানাইতে পিতাকে প্রতিজ্ঞা করাইল নরেন্দ্র বাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন অধিকাংশ সময়ই চারু সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকে। চিকিৎসক বলিলেন চারুর এই পৃথিবী ত্যাগ করিবার অধিক বিলম্ব নাই। নরেন্দ্র বাবু বিনা বিশ্রামে বালকের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে সর্ব্বদা উপবিষ্ট থাকেন। এবং সংজ্ঞাশূন্য বালকের মুখপানে তাকাইয়া থাকেন ও তাহার যাতনা উপশমের চেষ্টা করেন। দিন প্রায় শেষ হইয়াছে। অপরাহ্নের রক্তাভ সূর্য্যকিরণে পশ্চিম আকাশ প্লাবিত হইয়াছে। চারুরও ক্ষুদ্র জীবনের সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের এক পার্শ্বে বিষণ্ণ মুখে নবীন বাবু দণ্ডায়মান। চিকিৎসক উপস্থিত, তাঁহারও মুখ গম্ভীর। মধ্যে মধ্যে এক একবার হস্ত দ্বারা চারুর নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিতেছেন। নরেন্দ্র বাবু পুত্রের যাতনা দর্শনে অসমথ হইয়া ম্লান মুখে শয্যার নিকট হইতে কিঞ্চিত দূরে গিয়া উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে ইন্দু সে ঘরে প্রবেশ করিল। প্রতি দিন শয়নের পূর্ব্বে ইন্দু একবার ভ্রাতাকে না দেখিয়া যায় না। গৃহস্থ সকলের গম্ভীরভাব লক্ষ্য না করিয়া সে ছুটিয়া "দাদা দাদা" বলিয়া একেবারে ভ্রাতার শয্যার নিকটে গেল। ইন্দুর সুমিষ্ট কণ্ঠ শুনিয়া চারু চক্ষু উন্মীলনের প্রয়াস পাইল, কিন্তু পরক্ষণেই আচ্ছন্নভাবে বলিল "ইন্দু আমার ঘুম পেয়েছে। আজ খেলা থাক্ ঐ যে আমি মার কাছে যাচ্চি" বলিয়া সে সাদরে কনিষ্ঠের গলদেশ আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, পরক্ষণেই নীরব হইল। নরেন্দ্র বাবু শয্যার নিকটে আসিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "নবীন ঘরের জানেলা গুলি খুলিয়া দাও কিছু দেখিতে পাইতেছি না" রুদ্ধ গবাক্ষ মুক্ত হইল পশ্চিমাকাশের অস্তপ্রায় সূর্য্যের স্বর্ণাভ আলোক আসিয়া ক্ষুদ্র বালকদ্বয়ের মুখ স্পর্শ করিল।

ইন্দু বলিল "দাদা তবে আমি প্রার্থনা করি?" বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভ্রাতার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে ইন্দু যোড় হস্তে ঊর্দ্ধমুখে মাতার শিক্ষামত ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার সুন্দর মুর্ত্তি ও সুমিষ্ট কণ্ঠ শুনিয়া উপস্থিত সকলেরই মনে হইতে লাগিল যেন স্বর্গের কোন দেব শিশু আসিয়া নির্দ্দোষ চারুর মৃত্যু শয্যার নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। প্রার্থনা সমাপ্ত হইল। চারুর আধিক্লিষ্ট মুখে সুমিষ্ট হাস্য দেখা দিল; সে মুদিত চক্ষু খুলিল—বাহিরে প্রদোষের সূর্য্যকিরণ আসিয়া তৎকালে চারুর জননীর চিত্রের উপর পড়িয়াছিল। চারু মাতার সুন্দর চিত্রের দিকে ক্ষীণ ক্ষুদ্র বাহু তুলিল এবং "মা মা" বলিতে বলিতে তাহার নির্দ্দোষ আত্মা দেহ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া অমর ধামে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষু চিরদিনের জন্য মুদিত হইল, ইন্দু নির্দ্দোষ ভাবে বলিল "দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে।"

হায় ইন্দু তোমার "দাদার" এ ঘুম এ জগতে আর ভাঙ্গিবে না।

গরিব সেবক।

হিরণ্ময় নামে এক রাজা ছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য, তাঁহার মন বড় আকুল হইল। কবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব, কেমন করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব, কোথায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব, রাজা দিন রাত্রি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। একদিন সকালে, যখন সূর্য্য কেবল উঠিয়াছে, তাহার লাল আলোতে রাজবাড়ী, গাছের পাতা, দূরে মন্দিরের চূড়া—সব, সোণার মত চিক্‌মিক করিতেছে—নীচে সবুজ ঘাসের উপর পবিত্র শিশির বিন্দু সূর্য্যের আভায় হীরার মত নানারঙ্গে জ্বলিতেছে। ফুল গুলি যেন তাহা দেখিয়া ছোট ছেলের মত হাসিয়া বাতাসের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে; বাতাস ফুলের সুগন্ধ গায় মাখিয়া এদিকে ওদিকে আস্তে আস্তে চলিয়া লোককে সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে—আকাশে পাখিরা গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। এই প্রাতে সকলেই সুখী। কিন্তু হিরণ্ময় রাজার সুখ নাই। অদ্যাপি ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। রাজবাড়ীতে ভগবান্‌কে পাওয়া গেল না। রাজা মনে করিলেন "অদ্যই আমি এই অট্টালিকা ত্যাগ করিব, দেশে দেশে ফিরিব, ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিবই।"—একাকী, গম্ভীর ভাবে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি রাজবাড়ী হইতে বাহির হইলেন। নগরের প্রান্তে যখন আসিলেন, সম্মুখে দেখেন, একজন রোগা, খোঁড়া কুষ্ঠরোগী। সে কাতরাইয়া বলিল, "লাচারকে কিছু ভিক্ষা দিন, ক্ষুধায় মরিতেছি।" রাজা দেখিলেন, সেই ভিক্ষুকের গা হইতে মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে; বড়ই বীভৎস দৃশ্য,—যেন সেই প্রাতঃকালের রাঙ্গা চিক্‌চিকে আভার উপর, কি একটা বিশ্রী কাল দাগ পড়িয়াছে। রাজা নাকে কাপড় দিয়া, তাহার দিকে একটা মোহর টক করিয়া ফেলিয়া দিয়া, চট্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। তাহার পর হিরণ্ময় দেশে দেশে কত কাল ফিরিলেন, দূরে আরও দূরে—বিজন বনে, উচ্চ পর্ব্বতে, জনাকীর্ণ নগরে, গ্রামে, প্রান্তরে—কতস্থান ঘুরিলেন, ভগবানের উদ্দেশে—কিন্তু কোথায়ও ভগবানের দেখা পাইলেন না। কেবল দেখিলেন, মানুষের অত্যাচার, নির্ম্মমতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি। দেখিলেন, কত বড় মানুষ টাকা নষ্ট করিতেছে; নাচ, তামাসা, বাজিতে, বদ্ খেয়ালে,

পাপকাজে কত টাকা নষ্ট করিতেছে, নরদামায় ভাত ফেলিয়া দিতেছে—তবু নিকটে যে গরিব না খাইতে পাইয়া তিল তিল মরিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া এক মুটা অন্ন দিতেছে না। ইহা দেখিয়া রাজার মনে হইল, "ইহাই বুঝি ঘোর কলির আবির্ভাব। যাহা হউক, ভগবানের ত দয়া হইল না, তিনি দেখা দিলেন না। আর পথে পথে ফিরিয়া কি হইবে। যাই বাটী ফিরিয়া যাই।—রাণী ও কুমারকে অনেক দিন না দেখিয়া মন বড়ই আকুল হইয়াছে।" রাজা বাটী ফিরিলেন। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, হাতে একটি ষষ্টী, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, রাত্রির শিশিরে, রাজার মুখে কালিমা পড়িয়াছে, কপালে দাগ বসিয়াছে, চুল কটা ও রুখু, রং কাল হইয়াছে। হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায় দড়ির মত শির উঠিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইব যাইব হইয়াছে,—এমন সময় রাজা রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন, আর একব্যক্তি রাজা হইয়াছে। দ্বারবান্ তাঁহাকে চিনিল না। কড়া দ্বারোয়ানি সুরে তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত হিরণ্ময় রাজা অগত্যা ফিরিলেন। তাঁহাকে কেহ চিনিল না। তিনি আস্তে আস্তে নগরের বাহিরে আসিলেন। রাত হইল, আকাশ রাশি রাশি কাল মেঘে ঢাকিয়া গেল, ঝড় উঠিল, কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। বড় ২ ফোটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। হায়, রাজা হিরণ্ময়ের কি হইবে! মাথার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি যাইল, আকাশ পরিষ্কার হইল। নিকটে দেব মন্দির, সেই খানে রাত কাটাইবেন, মনে করিলেন। কিন্তু বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। নিকটে নদী বহিয়া যাইতেছে। সেই নদীর ঘাটে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে একটী মাত্র ফল ছিল। তাহা বাহির করিয়া খাইবেন, এমন সময় সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। সে আবার কাতর স্বরে ভিক্ষা চাহিল। রাজা হিরণ্ময় এখন স্বয়ং ভিক্ষুক। ভিক্ষুকে ভিক্ষুকে ভাই ভাই ভাব। এখন আর সে ঘৃণার ভাব নাই। হিরণ্ময় সেই ফলটি ভাঙ্গিয়া তাহার আধখানি ভিক্ষুককে দিলেন, এবং নদী হইতে জল আনিয়া ভিক্ষুককে দিলেন। ভিক্ষুকের খাওয়া হইলে নিজে ফলের অপর আধখানি খাইলেন। ইতিমধ্যে দেখ সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য আলো হইয়া উঠিল। সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন। সে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল—সত্যই দেখিতেছি যে ইনি দেবতা। সেই আলো আরও আলোকময় হইল, সেই আলোর ভিতরে সেই মূর্ত্তি আরও শোভাময় হইল। তাহার লাল আভায় চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া যাইল। তখন সেই দেবতা বলিলেন ঃ—

"দেখ.—হিরণ্ময়, তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্ত দেখিয়াছিলে, সেই আমি, ভগবান্। তুমি রাজবাটী ত্যাগ করিবার সময় দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্তকে নাক সিঁটকাইয়া ঘৃণার সহিত যে একটী মোহর দান করিয়াছিলে, সে আমাকে দিয়াছিলে, কিন্তু সে দান আমি লই নাই, কেননা প্রকৃত পক্ষে সে দান করা হন নাই, সে কেবল আমার প্রতি ঘৃণা, অপমান প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঘৃণার সহিত যে দান করা যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরককুণ্ডে পাপের আহুতি। দয়াতে গলিয়া শুদ্ধ মনে যে দান করা যায়, যে দানের সহিত হৃদয় মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই দান, তাহাই পুণ্য। দাতা, দয়া ও স্নেহে গরিবকে যে অন্ন দেন, তাহাতে আমাকে ভোগ দেওয়া হয়। ঐ যে নিকটে মন্দির দেখিতেছ, উহাতে যে এত জাঁক করিয়া প্রত্যহ অতি উপাদেয় ভোগ দেওয়া হয়, তাহা আমি লই না, তাহাতে আমি তুষ্ট নহি। কিন্তু গরিবকে যে অন্ন দান করা হয়, বৈকুণ্ঠধামে তাহা আমার নিকট পহুঁছে। সুতরাং গরিবকে যিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে গরিবকে, আমাকে এবং নিজেকে, এই তিন জনকে এককালে খাওয়ান—কেননা তাহাতে গরিবের দুঃখ দূর হয়, আমাকে ভোগ দিয়া পূজা করা হয়, এবং নিজের আত্মার পরিপুষ্টি ও পুণ্য সঞ্চার হয়। তোমরা এতকাল শুনিয়া আসিয়াছ—"ব্রাহ্মণের মুখ, জলবিহীন কণ্টকশূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে, এবং সেই কৃষিই সর্ব্বাভিলাষপরিপূরিকা।" * অদ্য আমি বলিতেছি,—"দরিদ্রের মুখ জলবিহীন কণ্টকশূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে এবং সেই কৃষিই সর্ব্বকামনা পরিপূরিকা।" †

গরিবের মুখস্বরূপ মাঠে অন্নদান-স্বরূপ যে বীজ বুনিবে, তাহাতে সোণা ফলিবে, সেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ মোক্ষ ফসল নিরুপদ্রবে নিষ্কণ্টকে পাইবে, নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে। তাই "সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা।" তোমরা শুনিয়াছ "দানমেকংকলৌ যুগে" —অর্থাৎ কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম। সে যে দান, সেই এই দান—গরিবকে দান,—দয়ার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত,স্নেহের সহিত দান। যে দুঃখী সেই গরিব, যে পীড়িত সেই গরিব। এবং দয়ায় ডুবিয়া, ভালবাসায় মজিয়া, দুঃখ মোচন করার নাম দান। দুঃখী মাত্রেরই দুঃখ মোচন করার নাম গরিবকে দান। হে হিরণ্ময়, তুমি ভক্তিযোগে, দানমাহাত্ম, গরিবের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছ। তাই তোমার নিকট আমি আমাকে প্রকাশ করিলাম। যাও, অদ্য হইতে তোমার নাম ভক্তিময় হইল। যাও, তোমার রাজ্য তুমি, ভক্তের হৃদয়ের সহিত শাসন কর, নিজের ছেলের মত গরিবদিগকে প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে

* "ব্রাহ্মণস্য মুখংক্ষেত্রং নিরুদকম কণ্টকম্।
বাপয়েৎ সর্ব্ববিজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকানিকা॥"

† "দরিদ্রস্য মুখংক্ষেত্রং নিরুদকম কণ্টকম্।
বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা॥

বাজনা বাজিয়া উঠিল। ভক্তিময় রাজা দেখিলেন, অগণ্য লোক আলো জ্বালিয়া, নিশান উড়াইয়া, শাঁক ঘণ্টা ফুল চন্দন মালা হাতে করিয়া, শাঁক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে, এক অতি চমৎকায় হাওদা লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহারা সকলে তাঁহার নিকট আসিয়া জয়ধ্বনি করিল, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজাকে সেই হাওদাতে বসাইয়া, তাহার, মৃদঙ্গ, শাঁক, ঘণ্টা ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে, মহাকোলাহলে রাস্তায় মহানন্দের ঢেউ তুলিয়া, নৃত্য করিতে করিতে,রাজাকে রাজভবনের দিকে লইয়া-যাইতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারের বাড়ীর উপর হইতে সব স্ত্রীলোক হুলু-ধ্বনি এবং পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পরদিন হইতে ভক্তিময় রাজার রাজ্য এক নূতন ভাব ধারণ করিল। যাহাদিগের অন্নকষ্ট, তাহাদিগকে অকা-তরে অন্নদান করা হইতে লাগিল। যাহারা নূর্খ,তাহারা ব্রাহ্মণই হউক, শূদ্রই হউক, তাহাদিগের শাস্ত্রে শিক্ষা দান করা হইতে লাগিল। ভক্তিময় রাজা তাঁহারও কার্য্যকুশল পুত্রগণ প্রজাদিগের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া, তাহাদিগকে ভায়ের মত ভাল বাসিয়া, তাহাদিগের সকল রকম দুঃখে দুঃখী হইয়া দুঃখ মোচন করিতে লাগি-লেন। ছোট ছেলে যেমন মা বাপের কাছে যায়, প্রজারা তেমনি রাণী ও রাজার নিকট যাইত এবং সেখানে গিয়া ভাল-বাসা, সাহায্য ও সান্ত্বনা পাইত। ভক্তি-ময়, দেবালয়ে যাহাতে গরিবে অন্ন পায়, বিদ্যালয়ে যাহাতে গরিবে শিক্ষা পায়, তাহার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এবং নিজে তাহা প্রতিদিন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্য ক্রমে মর্ত্ত্যে স্বর্গ হইয়া উঠিল।"

(নব্যভারত)

ফুল।

১

সুনীল আকাশ তলে—
সব চেয়ে কেন ফুল লাগে বড় ভাল গো
ফুল যে অমিয়া মাখা,সদা তাই ঢালে গো;
ওই দেখ সদা হাসে
বড় যেন ভাল বাসে
যাহারে নয়ন মেলি বারেক তাকায় গো,
সুনীল আকাশ তলে ফুল ভাল লাগে গো।

২

সুনীল আকাশ তলে
কেন ফুল ঘোমটা খুলে
লাজ, মান, ভয়, ভিতি সব তেয়াগিয়ে
(ওই)ভকতের কাছে আছে বিরলে বসিয়ে,
কাণে কাণে কত কথা
যেন বোলে দেয় গো
প্রেমিক ভকত চিত্ত
তাই হাসে কাঁদে গো।

৩

——তাই হাসে কাঁদে গো
হাসি কান্না কোলাকোলী!
ও ফুল! এ কি করিলি?
স্বরগের দ্বার খুলি কি যেন দেখিয়ে গেলি
আত্মহারা ফুল তোরা আপনা পাসরি রলি।
আপনা পাসরি গিয়ে
পরেতে ডুবিয়ে যাও
দেখিনি অমন রূপ
জগতে আরো কোথাও।
তাই,—
সব চেয়ে এজগতে ফুল ভাল লাগে গো
অমন অমিয়া আর কিবা আছে গো।

৪

সুধুতো অমিয়া নয়
ফুল ভরা গন্ধময়
হায়! আপনার রূপ সে আপনি জানে না
নিতি২ চেয়ে থাকে কোন কথা কয় না,
কোন কথা কয় নাকি?
পাপী জনে বুঝে তাকি—
(কিন্তু) ভকতের গায়ে দুলে
পড়ে ঘন ঘন গো,
স্বর্গের অমৃত বেদ
তাহাকে শুনায় গো।

৫

ফুল!
বালক বালিকা শুন
তোমা তরে ছুটে মোল,
আয় লো কুসুম তুলি
উড়াইয়া সব অলি'
যাহারা কুসুম মধু পাণে ভোর ছিল গো
সুনীল আকাশ তলে ফুল ভাল লাগে গো।

৬

আনন্দে দেব চরণে
দেখিরাছি এ নয়নে
৺মা তোমা' অঞ্জলি দিয়ে
আনন্দে ডুবিয়ে যোতো,
হা ফুল, সে ধন তুমি অতি আদরের গো
দেব উপাসনা ঘরে বড় শোভা পাও গো।

৭

ইহলোক—স্বর্গলোক
নরলোক—দেবলোক
ফুল! তোমার বাঁধনি দিয়ে
সব সাধ মিটাইয়ে
তব প্রেম যাবে করে
বাঁধিয়ে বিবাহ দিবে—
সংসারের শোক তাপ,
একেবারে নিবাইবে।

৮

দেব! তব বিধানের বাঁসি
কেন বাজে না কো আর?
যে বিধান——
এ বিবাহে আয়োজন।
করিতেছে অনিবার
থাক ফুল, ফুটে থাক
দিন রাত্ অনিবার
বাসি হয়ে যেও নাক
নিরাশ কুয়াসে আর।

পরিচারিকার নিবেদন।

নানা কারণে পরিচারিকা বাহির হইতে বড় বিলম্ব হইয়া পড়িল। এই ত্রুটির নিমিত্ত পঠিকাগণের নিকট পরিচারিকা ক্ষমা চাহিতেছে। চৈত্র মাসের কাগজ আর বাহির হইল না। তৎপরিবর্ত্তে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের কাগজ একত্রে প্রকাশিত হইল।

পুস্তক সমালোচনা।

রঘুবংশ—এখানি মহা কবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র দাস এম্, এ, প্রণীত। গ্রন্থের ভাষা সুললিত ও বিশুদ্ধ এবং ছন্দ গুলি সুন্দর। ইহা সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণের পাঠোপযোগী। রচনা লালিত্য রক্ষা করিয়া মূল গ্রন্থের অনুবাদ করা কঠিন, নবীন বাবু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আকাশ কুসুম কাব্য—ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতা—পূর্ব্বোক্ত কবি প্রণীত। ইহার ভাষা সরল, কবিত্বপূর্ণ ও সুন্দর।

TEARS.

Have we not all shed tears more or less, in this life? In time of intense sorrow, joy or devotion do not we shed tears? Tears bring relief to the sorrowing troubled heart, and solace in times of sore and bitter trials. Tears are heavensend. Tears are the outpourings of our deepest emotions. How often do tears lighten the heavy laden heart. Who hast not shed tears in some precious moments of heartfelt joy? Who hast not felt some uncontrollable emotion when the soul rises high above this mortal soil and pour tears of sweet devotion at the feet of her Maker? In this world where "troubles and tribulations" abound, who hast not wept bitter tears unknown and untold to others? But not unknown to God who ever searches our hearts and watches over us! He counts each little tear-drop that we let fall. And however bitter the tears may be He can take away their sting and wipe them off.

স্বর্ণরেণু।

মানুষের জীবনের পরীক্ষার কত কাল কত দিন পর্য্যন্ত? মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। মানুষের পরীক্ষায় শেষ কবে? জীবনান্তে।

যে বলে পৃথিবীতে কেহ সুখী হয় না সে ঠিক বলে না, আবার যে মনে করে জীবনে দুঃখ নাই সেও ঠিক বলে না। সুখ দুঃখাশ্রিত কর্ত্তব্যময় জীবনে কেবল সুখের আশাও বৃথা—কেবল দুঃখের ভয়ও ভ্রম।

ঈশা বলেন "শ্রান্ত ও অবসন্ন জীবগণ আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

পরলোকগত আত্মীয় অমরাত্মা বলিতেছেন "তোমাদের চিত্ত যেন ব্যথিত না হয়। তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর, এবং আমাকেও বিশ্বাস কর।" "আমার পিতার ভবনে অনেক গৃহ আছে, আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি, যে স্থানে আমি আছি সে স্থানে তোমাদেরও স্থান হইবে।"

পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত হই; পরলোক অতি নিকটে। কালের ঘণ্টা এবার বড় ঘন ঘন বাজিতেছে কে বলিতে পারে কাহাকে কবে আহ্বান করিবে?

ISSUE(S) MISSING